ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ভবনটি তেজগাঁও (পুরাতন) বিমানবন্দর এলাকায় অবস্থিত। এই কার্যালয় বাংলাদেশের সব ধরনের সরকারি কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং প্রধানমন্ত্রীর দৈনন্দিন সকল কর্মে সহযোগিতা করে থাকে। বেশ কিছু দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ।

শিক্ষার্থীরা যা জানবে

- বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
- বাংলাদেশের আইনসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ : স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এছাড়া বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রও। এর কোনো প্রদেশ নেই।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ : পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছে : ১. শাসন বিভাগ ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ।

শাসন বিভাগ : শাসন বিভাগকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়ে থাকে। এটি মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি আসলে নামমাত্র প্রধান।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো : বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো স্তরভিত্তিক। এর দুটি প্রধান স্তর আছে। প্রথম স্তরটি হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তরটি হলো মাঠ প্রশাসন।

বাংলাদেশের আইনসভা : সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভা অন্যতম। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এক কক্ষবিশিষ্ট। এর সদস্যসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। এছাড়া শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ : বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ আছে?

ক ৬ খ ৭
● ৮ ঘ ৯

২. বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে?

ক একনায়কতান্ত্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
● সংসদীয় ঘ রাষ্ট্রপতি শাসিত

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ছোট রিমা বাবার সাথে টিভির খবর দেখছিল। সে দেখলো দুজন ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতে বই নিয়ে একজন পাঠ করছেন, অন্যজন শুনে শুনে বলছেন। রিমা বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বললেন, শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি বিচার বিভাগের প্রধানকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন।

৩. রিমার বাবা শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তির দ্বারা কাকে বোঝালেন?

ক প্রধানমন্ত্রীকে ● রাষ্ট্রপতিকে
গ সচিবকে ঘ মহাপরিচালককে

৪. যিনি শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি তিনি–

i. সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন
ii. পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন
iii. তিনি দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রিপন 'ক' এলাকার একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তার ভাষণে এলাকার জনগণের দাবি–দাওয়া যথাস্থানে বিল আকারে পেশ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

৫. জনাব রিপন 'ক' এলাকার কোন জনপ্রতিনিধি?

ক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খ উপজেলা চেয়ারম্যান
গ পৌরসভার চেয়ারম্যান ● সংসদ সদস্য

৬. জনাব রিপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?

● আইন প্রণয়ন করা
খ অনাস্থা জ্ঞাপন করা
গ অধিবেশন মুলতবির ঘোষণা দেওয়া
ঘ বাজেট পাস করা

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ

আইন প্রণয়ন করে

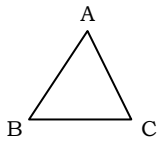

শাসনকার্য পরিচালনা করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে

ক. শাসন বিভাগের অপর নাম কী?
খ. বিভাগীয় প্রশাসন বলতে কী বোঝায়?
গ. 'A' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের যে বিভাগকে নির্দেশ করছে তার কাজ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাংলাদেশে 'B' চিহ্নিত বিভাগ 'A' চিহ্নিত বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তুমি কী এর সাথে একমত? মতামত দাও।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাসন বিভাগের অপর নাম নির্বাহী বিভাগ।

খ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর হলো বিভাগীয় প্রশাসন। প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিভাগের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারক করেন। বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করেন।

গ 'A' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের যে বিভাগকে নির্দেশ করছে তা হলো আইন বিভাগ। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় সংসদের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধান লঙ্ঘন করলে সংসদ স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে বা তাদের অপসারণ করতে পারে। অতএব নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, 'A' চিহ্নিত স্থানটি সরকারের আইনবিভাগকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' চিহ্নিত স্থানটি শাসন বিভাগকে এবং 'A' চিহ্নিত স্থান দ্বারা আইন বিভাগকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ আইন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ বিষয়টির সাথে আমি একমত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারেরও তিনটি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলো : শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। শাসন বিভাগকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়ে থাকে। এটি মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত। শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। প্রদত্ত ছকচিত্রে আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই শাসন বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তবে এসব ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, আইন বিভাগ তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই শাসন বিভাগের ওপর আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ২ উপজেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি

জনাব 'ক' একজন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলায় একটি খেলার মাঠ এবং শিল্পকলা একাডেমির দুটি নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি সহায়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে জনাব 'খ' স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে ঐ জেলার আদর্শ কৃষকদের মাঝে বীজ, সার, কীটনাশক বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং জমির রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় করেন। জনাব 'খ' তার সকল কাজের জন্য জনাব 'ক'–এর নিকট জবাবদিহি করেন।

ক. যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কবে?
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লিখ।
গ. জনাব 'ক' কোন প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব 'খ' সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তোমার মতামত দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ দেশের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি প্রশাসনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় বলে প্রশাসনকে একটি রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়। রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষ্ঠু প্রশাসনের বিকল্প নেই। দেশের সব ধরনের প্রশাসনিক নীতি ও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হয় আর মাঠ প্রশাসনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। এভাবে প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

গ জনাব 'ক' বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর জেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যেকোনো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় বা মাঠ পর্যায় পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জেলা প্রশাসনব্যবস্থা মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। তাকে কেন্দ্র করেই জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত খেলার মাঠ ও শিল্পকলা একাডেমির দুটি নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারি সহায়তা প্রদান করার মতো জেলার সকল সরকারি কার্যক্রম জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করেই বাস্তবায়িত হয়। তিনি একটি জেলার সর্বাধিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ (শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তার। এছাড়াও জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও তিনি করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'ক' চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলার খেলার মাঠ ও শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণ কাজে সহায়তাদানের জন্য তাকে জেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিতি দান করেছেন।

ঘ জনাব 'খ' একজন উপজেলা প্রশাসক হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেন বলে আমি মনে করি। উপজেলা প্রশাসক হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। উপজেলার প্রশাসনিক কাজ তদারকি করা তার অন্যতম দায়িত্ব।

উপজেলার কৃষি, ভূমি রাজস্ব আদায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো মূলত তাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'খ' একজন উপজেলা কর্মকর্তা হিসেবে তার উপজেলার কৃষকদের মাঝে বীজ, সার সরবরাহের পাশাপাশি উপজেলার সকল উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করেন এবং জমির রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় করেন।তবে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলতে পারি উক্ত কাজ ছাড়াও তিনি উপজেলা উন্নয়ন কমিটির প্রধান হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা কোষাগারের রক্ষক। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও সম্পাদন করে থাকেন। যদিও তার কার্যালয়ের জন্য তিনি জেলা প্রশাসকের নিকট দায়ী। তথাপিও তিনি উপজেলার উন্নয়নের জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, যা তাকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। নাগরিক ও উপজেলাবাসীর নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করে উপজেলা প্রশাসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উপজেলা প্রশাসক উপজেলার উন্নয়নের রূপকার এবং পরম বন্ধু। সুতরাং বলতে পারি, উপজেলাবাসীর স্বার্থে তিনি উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি ছাড়াও উপরিউক্ত আলোচ্য কার্যাবলি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা কত? [স. বো. '১৬]
ক ৩০০ খ ৩৪৫ ● ৩৫০ ঘ ৪৫০

২. নিচের ডায়াগ্রামটি লক্ষ কর এবং "?" স্থানে কী হবে লেখ। [স. বো. '১৬]

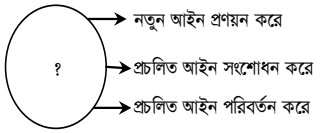

● জাতীয় সংসদ খ সুপ্রিমকোর্ট
গ হাইকোর্ট ঘ আইন মন্ত্রণালয়

৩. জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল কার সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হয় না? [স. বো. '১৫]
ক প্রধানমন্ত্রী ● রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ ডেপুটি স্পিকার

৪. কয়টি বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত? [স. বো. '১৫]
● ৩ খ ৪ গ ৭ ঘ ৮

৫. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল কোন সময়ে? [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ভাষা আন্দোলনের সময়ে ● স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে
গ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঘ গণঅভ্যুত্থানের সময়ে

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রকৃতপক্ষে কোন পদমর্যাদার অধিকারী? [আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
ক সরকার প্রধান খ মন্ত্রিপরিষদের মধ্যমণি
● নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান ঘ প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান

৭. ড. এ. কে আবুল মোমেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তাকে কে নিয়োগ দিয়েছেন? [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার
● রাষ্ট্রপতি ঘ ডেপুটি স্পিকার

৮. জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন কে? [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
● প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার গ জনগণ ঘ মন্ত্রিপরিষদ

৯. রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস কে? [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পিতার ● রাষ্ট্রপতি গ প্রধানমন্ত্রী ঘ প্রধান বিচারপতি

১০. কার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়? [সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রাষ্ট্রপতি খ রাজনীতিবিদ ● প্রধানমন্ত্রী ঘ সেনাপ্রধান

১১. রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কাকে? [প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ]
● প্রশাসন বিভাগকে খ বিচার বিভাগকে
গ আইন বিভাগকে ঘ সামরিক বিভাগকে

১২. মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান কে? [সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মন্ত্রী খ উপমন্ত্রী ● সচিব ঘ মহাপরিচালক

১৩. রওশন আরা M নামক জেলার প্রশাসক। তিনি ঐ জেলায় একটি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এটি তার কোন ধরনের কাজ? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি বিপি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক প্রশাসনিক খ শাসন সংক্রান্ত
● উন্নয়নমূলক ঘ রাজস্ব সংক্রান্ত

১৪. সংরক্ষিত আসন কাদের জন্য নির্দিষ্ট? [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়]
ক সংখ্যালঘু ● মহিলা গ উপজাতি ঘ পাহাড়ি

১৫. জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়? [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক ৪ ● ৫ গ ৬ ঘ ৭

১৬. জাতীয় সংসদে কমপক্ষে কতজন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়? [পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
● ৬০ খ ৫৫ গ ৫২ ঘ ৫০

১৭. রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী কে? [সাহাজউদ্দিন সরকার স্কুল এন্ড কলেজ, টুঙ্গী]
ক বাংলাদেশ ব্যাংক ● জাতীয় সংসদ
গ অডিটর জেনারেল ঘ অর্থমন্ত্রী

১৮. জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ কোনটি? [আশরাফ টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয়, টঙ্গী]
ক স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত খ বিচার সংক্রান্ত
● আইন প্রণয়ন ঘ উন্নয়নমূলক

১৯. কোনটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে? [সাহাজউদ্দিন সরকার স্কুল এন্ড কলেজ, টুঙ্গী]
ক আপিল বিভাগ খ শাসন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ● হাইকোর্ট বিভাগ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত হয়– [স. বো. '১৬]
i. সুপ্রিমকোর্ট নিয়ে ii. অধঃস্তন আদালত নিয়ে
iii. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১. রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
i. দেশ অন্য কোনো দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হলে
ii. দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে
iii. দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারভুক্ত– [চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
i. কিছু আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করেন
ii. সংসদে ভাষণ দিতে ও বাণী পাঠাতে পারেন
iii. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত বা ভেঙে দিতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩. বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী এখানে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। কারণ– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নামমাত্র
ii. মন্ত্রিপরিষদ সংসদের নিকট দায়বদ্ধ
iii. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন– [মহানগর বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করে
ii. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে
iii. আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে– [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. নতুন আইন প্রণয়ন করা ii. পুরাতন আইন সংশোধন করা
iii. জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়– [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বরিশাল]

i. বিভাগীয় প্রশাসনের মাধ্যমে
ii. জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে
iii. উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭. একজন সৎ ও যোগ্য জেলা প্রশাসক জনগণের– [প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়]

i. সেবক ii. পরিচালক
iii. বন্ধু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮. জেলা প্রশাসক যে কাজ করে থাকেন– [প্রগতি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ]

i. ভূমি উন্নয়ন ii. ভূমি রেজিস্ট্রেশন
iii. রাজস্ব সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯. বিভাগীয় প্রশাসন যে ধরনের কাজ করে থাকে– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. উন্নয়নমূলক ii. ভূমি রাজস্ব আদায়
iii. বিচার সংক্রান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তদারক করেন– [চণ্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. উপজেলার সকল উন্নয়ন কাজ
ii. সরকারি অর্থের ব্যয় তত্ত্বাবধান
iii. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১. জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে– [মহানগর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব দ্বারা
ii. সংসদে নিন্দা প্রস্তাব দ্বারা
iii. সংসদে মুলতবি প্রস্তাব দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২. জাতীয় সংসদের স্পিকার– [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

i. সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন
ii. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন
iii. সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. আপিল বিভাগের কাজ হলো– [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বরিশাল]

i. হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি আদেশ ও দণ্ডাদেশ শুনানির জন্যে গ্রহণ করে
ii. রাষ্ট্রপতি কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে দেওয়া
iii. কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. হাইকোর্ট বিভাগের কাজ– [পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

i. কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখা
ii. অধস্তন আদালতের মামলার মীমাংসা
iii. অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র শ্যামল বাবার সাথে টেলিভিশনে খবর দেখছিল। সে দেখল, দুজন ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতে বই নিয়ে একজন পাঠ করছেন, অন্যজন শুনে শুনে বলছেন। শ্যামল বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা বললেন, শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বিচার বিভাগের প্রধানকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন। [স. বো. '১৬]

৩৫. শ্যামলের বাবা শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বলতে কাকে বোঝালেন?

● প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘ স্পিকার

৩৬. শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি–

i. সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন
ii. পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন
iii. দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

নিচের ছকের আলোকে ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩৭. 'ক' স্থানে কোনটি বসবে? [স. বো. '১৫]

● প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ মন্ত্রী পরিষদের সচিব ঘ স্পিকার

৩৮. 'ক'–কে নিয়োগ দেন কে? [স. বো. '১৫]

ক প্রধানমন্ত্রী খ প্রধান বিচারপতি
গ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ● রাষ্ট্রপতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার দলীয় ছাত্রনেতা। প্রধানমন্ত্রী বৈদেশিক সফর শেষে দেশে ফিরলেই ফুলের তোড়া দিয়ে সে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেয়। আদর্শিক অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তার শ্রদ্ধা অফুরন্ত।

[আশরাফ টেক্সটাইল মিলস উচ্চ বিদ্যালয়, টঙ্গী]

৩৯. রাজীব যাকে ফুল দিয়ে বরণ করে তিনি বিদেশে কীসের প্রতিনিধিত্ব করেন?

● রাষ্ট্রের খ নিজ দলের
গ অর্থনৈতিক সংস্থার ঘ আপন ভাষার

৪০. রাজিব যার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করে তিনি–

i. রাষ্ট্রের প্রধান ii. দলীয় প্রধান
iii. জাতীয় নেতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

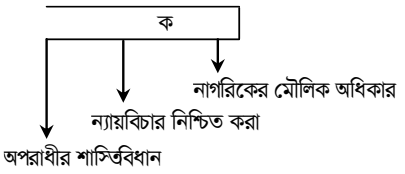

[সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

৪১. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক আইন বিভাগ ● বিচার বিভাগ
গ শাসন বিভাগ ঘ অধস্তন আদালত

৪২. ছকে উল্লিখিত বিভাগটি–
i. আইনের শাসনকে অক্ষুণ্ন রাখে ii. অধ্যাদেশ জারি করে
iii. সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের ছকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

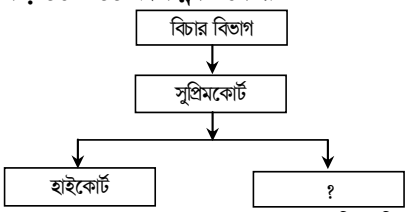

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]

৪৩. ছকে উল্লিখিত '?' স্থানে কোনটি হবে?
● আপিল বিভাগ খ বিচার বিভাগ গ জজকোর্ট ঘ শাসন বিভাগ

৪৪. '?' স্থানে উল্লিখিত বিভাগটি যে বিষয়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে–
i. হাইকোর্ট বিভাগের ন্যায় ii. হাইকোর্ট বিভাগের দণ্ডাদেশ
iii. নিম্ন আদালতের রায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৫. কোন কথাটি আমাদের জীবনের একটি খুবই পরিচিত শব্দ? (জ্ঞান)
● সরকার খ প্রধানমন্ত্রী গ রাষ্ট্রপতি ঘ স্পিকার

৪৬. বিশ্বের সব দেশে কোন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে? (জ্ঞান)
● সরকারব্যবস্থা খ পুঁজিবাদ
গ সমাজতন্ত্র ঘ রাজতন্ত্র

৪৭. একটি দেশের শাসনব্যবস্থা মূলত কার দ্বারা পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক বিচারপতি ● সরকার গ প্রধানমন্ত্রী ঘ রাষ্ট্রপতি

➲ বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ : বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫০

At a Glance

- বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়– ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
- বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে– মন্ত্রিপরিষদ।
- শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ নিয়ে গঠিত– বাংলাদেশ সরকার।
- বাংলাদেশ একটি– গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- সংসদীয় সরকারব্যবস্থায়– রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ব্যক্তি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠিত হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৯ খ ১৯৭০ ● ১৯৭১ ঘ ১৯৭২

৪৯. কত তারিখে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়? (জ্ঞান)
● ১০ এপ্রিল খ ১ মে গ ১১ জুলাই ঘ ১০ ডিসেম্বর

৫০. বাংলাদেশ কোন ধরনের রাষ্ট্র? (জ্ঞান)
ক স্বৈরতান্ত্রিক ● গণপ্রজাতান্ত্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

৫১. গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ কোন দেশ? (জ্ঞান)
● বাংলাদেশ খ মায়ানমার গ সৌদি আরব ঘ সিরিয়া

৫২. বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিতে সকল ক্ষমতার মালিক কে? (জ্ঞান)
ক মন্ত্রিপরিষদ ● জনগণ গ রাষ্ট্রপতি ঘ প্রধানমন্ত্রী

৫৩. বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি কেমন? (জ্ঞান)
ক সমাজতান্ত্রিক ● এককেন্দ্রিক গ যুক্তরাষ্ট্রীয়
ঘ একনায়কতান্ত্রিক

৫৪. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ● সংসদীয় গ রাজতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

৫৫. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি কে? (জ্ঞান)
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার
● রাষ্ট্রপতি ঘ প্রধান বিচারপতি

৫৬. বাংলাদেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতা কোন পরিষদের হাতে ন্যস্ত? (জ্ঞান)
ক জেলা পরিষদ খ ইউনিয়ন পরিষদ
● মন্ত্রিপরিষদ ঘ উপজেলা পরিষদ

৫৭. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ অ্যাটর্নি জেনারেল

৫৮. কার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ অ্যাটর্নি জেনারেল

৫৯. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারব্যবস্থায় কয়টি বিভাগ রয়েছে? (জ্ঞান)
● ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৭

৬০. বাংলাদেশ সরকারের কয়টি বিভাগ রয়েছে? (জ্ঞান)
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

৬১. কোন কোন বিভাগ নিয়ে সরকার গঠিত হয়? (অনুধাবন)
ক শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, সামরিক বিভাগ
খ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, সামরিক বিভাগ
● শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ
ঘ শাসন বিভাগ, সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬২. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায়– (অনুধাবন)
i. ১৯৭১ সালে প্রথম সরকার গঠিত হয়
ii. একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র
iii. একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৩. বাংলাদেশে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. বিচার বিভাগ ii. আইন বিভাগ
iii. শাসন বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' দেশটি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম সরকার গঠন করে। এটি একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 'ক' রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। এছাড়া এটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রও।

৬৪. 'ক' দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে নিচের কোন দেশটির? (প্রয়োগ)
ক ভারত ● বাংলাদেশ গ নেপাল ঘ ভুটান

৬৫. উক্ত দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা ii. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান

iii. সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রপতি; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কাজ

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫০ ও ৫১

- শাসন বিভাগকে বলা হয়– নির্বাহী বিভাগ।
- বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন– রাষ্ট্রপতি।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন– সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের ভোটে।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হতে হলে– অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।
- রাষ্ট্রের প্রধান হচ্ছেন– রাষ্ট্রপতি।
- সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হয়– রাষ্ট্রপতির নামে।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারেন– রাষ্ট্রপতি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৬. শাসন বিভাগের অন্য নাম কী? (জ্ঞান)

● নির্বাহী বিভাগ খ আইন বিভাগ
গ বিচার বিভাগ ঘ প্রশাসন বিভাগ

৬৭. রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি কার পরামর্শ নেয়? (জ্ঞান)

ক স্পিকার ● প্রধানমন্ত্রী গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

৬৮. রাষ্ট্রপতিকে সাংবিধানিক প্রধান বলা হলেও প্রকৃত অর্থে তিনি নামমাত্র প্রধান। এর যথার্থ কারণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক স্পিকারের পরামর্শে কাজ করেন
খ মন্ত্রীদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেন
● প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেন
ঘ প্রধান বিচারপতির পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেন

৬৯. রাষ্ট্রপতি কাদের ভোটে নির্বাচিত হন? (জ্ঞান)

● সংসদ সদস্যদের খ সচিবদের
গ জনগণের ঘ মন্ত্রীদের

৭০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল কত বছর? (জ্ঞান)

ক ৪ ● ৫ গ ৭ ঘ ৮

৭১. পর পর কয় মেয়াদে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন? (জ্ঞান)

ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

৭২. বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ কত বছর রাষ্ট্রপতির পদে থাকতে পারেন? (জ্ঞান)

ক ৫ ● ১০ গ ১৫ ঘ ২০

৭৩. দায়িত্ব পালনকালে কার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না? (জ্ঞান)

ক স্পিকারের ● রাষ্ট্রপতির
গ প্রধানমন্ত্রীর ঘ প্রধান বিচারপতির

৭৪. জাতীয় সংসদ কীসের মাধ্যমে একজন রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারবে? (জ্ঞান)

● অভিশংসনের খ আইনের
গ দলীয় ক্ষমতার ঘ সুপ্রিমকোর্টের

৭৫. রাষ্ট্রপতির বয়স কমপক্ষে কত বছর হতে হবে? (জ্ঞান)

ক ৩০ ● ৩৫ গ ৪০ ঘ ৪৫

৭৬. অভিশংসন কী?

ক নিয়োগ পদ্ধতি খ নির্বাচন পদ্ধতি
গ কর্ম পদ্ধতি ● অপসারণ পদ্ধতি

৭৭. মি 'x' দেশের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। তার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তটি প্রযোজ্য হবে? (প্রয়োগ)

● তিনি আর রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না
খ তিনি আর সংসদ সদস্য হতে পারবেন না
গ তিনি আর কোনো কাজ করতে পারবেন না
ঘ তিনি আর রাজনীতি করতে পারবেন না

৭৮. দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোন যোগ্যতাটি আবশ্যক? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক বিচারপতি হওয়ার ● সাংসদ হওয়ার
গ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘ রাষ্ট্রদূত হওয়ার

৭৯. সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ কার নামে পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতির খ প্রধানমন্ত্রীর গ বিচারপতির ঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

৮০. প্রধানমন্ত্রীকে কে নিয়োগ দেন? (জ্ঞান)

ক প্রধান বিচারপতি ● রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ সেনাপ্রধান

৮১. মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন কে? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ অ্যাটর্নি জেনারেল

৮২. রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের দায়িত্ব কে পালন করেন? (জ্ঞান)

ক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ● রাষ্ট্রপতি গ বিচারপতি ঘ প্রধানমন্ত্রী

৮৩. বাংলাদেশের মহাহিসাব রক্ষক কে নিয়োগ করেন? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ অ্যাটর্নি জেনারেল

৮৪. সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ দেন কে? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতি খ বিচারপতি গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ স্পিকার

৮৫. প্রধানমন্ত্রীসহ আর কাকে নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করেন? (জ্ঞান)

ক সেনাপ্রধান খ রাষ্ট্রদূত
গ মহাহিসাবরক্ষক ● প্রধান বিচারপতি

৮৬. জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

৮৭. সংসদ কোনোক্ষেত্রে অর্থ মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি কত দিনের জন্য সংশিরষ্ট তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন? (জ্ঞান)

ক ২০ খ ৩০ গ ৪৫ ● ৬০

৮৮. সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল কীসের ভিত্তিতে আইনে পরিণত হয়? (অনুধাবন)

ক বিচারপতির আদেশে ● রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে
গ সেনাপ্রধানের মাধ্যমে ঘ প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতে

৮৯. অর্থ বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য কার সুপারিশ প্রয়োজন হয়? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতির খ প্রধানমন্ত্রীর
গ স্পিকারের ঘ অর্থমন্ত্রীর

৯০. সংসদ কোনো ক্ষেত্রে অর্থ মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি কত দিনের জন্য সংশিরষ্ট তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন? (জ্ঞান)

ক ২০ খ ৩০ গ ৪৫ ● ৬০

৯১. সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি কার পরামর্শ গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)

ক প্রধানমন্ত্রীর খ আইনমন্ত্রীর
● প্রধান বিচারপতির ঘ জাতীয় সংসদের

৯২. রাষ্ট্রপতি জনাব 'ক' এর সাথে পরামর্শ করে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতিদের নিয়োগ দান করেন। এখানে 'ক' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক স্পিকার খ প্রধানমন্ত্রী
গ সেনাপ্রধান ● প্রধান বিচারপতি

৯৩. আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা হ্রাস বা মওকুফ করেন কে? (জ্ঞান)

ক প্রধান বিচারপতি খ প্রধানমন্ত্রী
● রাষ্ট্রপতি ঘ সচিব

৯৪. কোনো নাগরিক কার অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো দেশের দেওয়া পদবি গ্রহণ করতে পারে না? (জ্ঞান)

ক প্রধানমন্ত্রীর খ স্পিকারের গ বিচারপতির ● রাষ্ট্রপতির

৯৫. আজিজ সাহেব ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার গোকো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এই পুরস্কার নিতে গেলে তার কী করা উচিত? (প্রয়োগ)

ক প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নেওয়া
খ ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের অনুমতি নেওয়া
● রাষ্ট্রপতির অনুমতি নেওয়া
ঘ ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের অনুমতি নেওয়া

৯৬. জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন কে? (জ্ঞান)

● রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ বিচারপতি ঘ স্পিকার

৯৭. রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে কার সম্মতির প্রয়োজন হয়? (জ্ঞান)
ক প্রধান বিচারপতির ● প্রধানমন্ত্রীর
গ মন্ত্রিসভার সদস্যদের ঘ নির্বাচন কমিশনারের

৯৮. জাতীয় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কে? (জ্ঞান)
ক স্পিকার ● রাষ্ট্রপতি গ সচিব ঘ প্রধানমন্ত্রী

৯৯. রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও দলিল কার নির্দেশে সম্পাদিত হয়? (জ্ঞান)
ক প্রধানমন্ত্রীর ● রাষ্ট্রপতির
গ স্পিকারের ঘ প্রধান বিচারপতির

১০০. বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডবিরউ মজিনা নিয়োগের সময় যে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন তা কে গ্রহণ করেছিলেন? (প্রয়োগ)
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার ● রাষ্ট্রপতি ঘ সেনাপ্রধান

১০১. প্রধানমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান কে? (জ্ঞান)
ক প্রধান বিচারপতি ● রাষ্ট্রপতি
গ অ্যাটর্নি জেনারেল ঘ প্রধান নির্বাচন কমিশনার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি– (অনুধাবন)
i. পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন
ii. ১৫ বছর স্বপদে বহাল থাকতে পারেন
iii. মেয়াদ শেষের পূর্বেই অপসারিত হতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৩. নির্বাহী বিভাগ গঠিত যাদেরকে নিয়ে– (প্রয়োগ)
i. রাষ্ট্রপতি ii. প্রধানমন্ত্রী
iii. মন্ত্রিপরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৪. রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতাবলির মধ্যে পড়ে– (অনুধাবন)
i. সরকারি কার্যাদি বণ্টন করা
ii. বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া
iii. বিদেশে রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৫. রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন– (অনুধাবন)
i. প্রধান বিচারপতি
ii. প্রধানমন্ত্রী
iii. অ্যাটর্নি জেনারেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বলা যায়– (অনুধাবন)
i. তার কার্যকাল ৮ বছর
ii. তিনি সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন
iii. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. রাষ্ট্রপতি হতে হলে যে ধরনের যোগ্যতা দরকার– (প্রয়োগ)
i. ৩৫ বছর বয়স ii. সংবিধান লঙ্ঘন করা
iii. বাংলাদেশি হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৮. রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত নিয়োগ দেন– (অনুধাবন)
i. প্রধানমন্ত্রীকে ii. প্রধান বিচারপতিকে
iii. সামরিক বাহিনীর প্রধানদের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৯. রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির পরামর্শে নিয়োগ দেন যাদের– (অনুধাবন)
i. আপিল বিভাগের বিচারপতি ii. হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি
iii. হাইকমিশনার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করা যায়– (অনুধাবন)
i. সংবিধান লঙ্ঘন করলে
ii. গুরুতর কোনো অভিযোগ থাকলে
iii. দেশে শান্তি বিনষ্ট হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১১. রাষ্ট্রপতি দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রদান করেন– (অনুধাবন)
i. খেতাব ii. প্রচুর অর্থ
iii. সম্মাননা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকটি দেখে ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

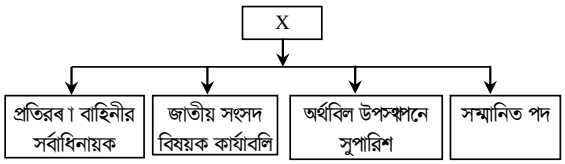

১১২. 'X' চিহ্নিত স্থানে নিচের কোনটি বসবে? (প্রয়োগ)
ক প্রধানমন্ত্রী ● রাষ্ট্রপতি
গ অর্থমন্ত্রী ঘ প্রধান বিচারপতি

১১৩. 'X' চিহ্নিত ব্যক্তির জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি হলো– (অনুধাবন)
i. অধিবেশন আহ্বান করা ii. অধিবেশন স্থগিত করা
iii. অধিবেশন বাতিল করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' ব্যক্তি 'A' রাষ্ট্রের প্রধান। তার নামে সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হয়। তিনি সরকারের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান করেন।

১১৪. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'ক' ব্যক্তি 'A' রাষ্ট্রের কোন পদমর্যাদায় আসীন? (প্রয়োগ)
● রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

১১৫. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাজ ছাড়া 'ক' ব্যক্তি আরও যেসব কাজ করেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিদেশি কূটনীতিকদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন
ii. মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন
iii. জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজ; মন্ত্রিপরিষদ; মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি At a Glance
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫২, ৫৩ ও ৫৪

- মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকার প্রধান– প্রধানমন্ত্রী।
- দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী– প্রধানমন্ত্রী।
- প্রধানমন্ত্রী– মন্ত্রিপরিষদের প্রধান।
- জাতীয় স্বার্থের রক্ষক– প্রধানমন্ত্রী।
- দেশের শাসনসংক্রান্ত সব কাজ পরিচালনা করার ক্ষমতার অধিকারী– মন্ত্রিপরিষদের।
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করে থাকে– মন্ত্রিপরিষদ।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে– মন্ত্রিপরিষদ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৬. মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু কে? (জ্ঞান)
ক স্পিকার ● প্রধানমন্ত্রী গ রাষ্ট্রপতি ঘ সমবায়মন্ত্রী

১১৭. 'রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন ব্যক্তিকে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন? (জ্ঞান)
ক সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খ সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত ব্যক্তিকে
● আস্থাভাজন ব্যক্তিকে ঘ নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে

১১৮. ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় কোন দল? (জ্ঞান)
● আওয়ামী লীগ খ জাতীয় পার্টি
গ বিএনপি ঘ জামায়াতে ইসলামী

১১৯. ২০০৮ সালে রাষ্ট্রপতি কাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন? (জ্ঞান)
ক খালেদা জিয়াকে খ জেনারেল এরশাদকে
● শেখ হাসিনাকে ঘ রওশন এরশাদকে

১২০. ২০০১ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে? (জ্ঞান)
● বেগম খালেদা জিয়া খ এইচ এম এরশাদ
গ শেখ হাসিনা ঘ ড. কামাল হোসেন

১২১. (?) চিহ্নিত স্থানে কী বসবে? (প্রয়োগ)

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি
২০০৮ শেখ হাসিনা | ২০০১ = ?

ক এইচ এম এরশাদ ● খালেদা জিয়া
গ শেখ হাসিনা ঘ ড. কামাল হোসেন

১২২. সংসদে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি কীসের আশ্রয় নেয়? (অনুধাবন)
ক জনমত ● বিচার–বিবেচনা
গ স্পিকারের পরামর্শ ঘ আদালতের রায়

১২৩. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল কত বছর? (জ্ঞান)
ক ৪ ● ৫ গ ৬ ঘ ৭

১২৪. প্রধানমন্ত্রীকে কেন পদত্যাগ করতে হয়? (অনুধাবন)
ক বিদেশে যাওয়ার কারণে ● সংসদ অনাস্থা আনলে
গ অসুস্থ হলে ঘ কর পরিশোধ না করলে

১২৫. কার পদত্যাগে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতির ● প্রধানমন্ত্রীর
গ প্রধান বিচারপতির ঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

১২৬. সরকারের স্তম্ভ বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
● প্রধানমন্ত্রীকে খ রাষ্ট্রপতিকে
গ স্পিকারকে ঘ অর্থমন্ত্রীকে

১২৭. জাতীয় সংসদের নেতা কে? (জ্ঞান)
ক স্পিকার খ সংসদ সদস্য গ রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী

১২৮. সংবিধান অনুযায়ী কার নামে দেশের শাসন পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক প্রধানমন্ত্রী ● রাষ্ট্রপতি গ স্পিকার ঘ আইনসভা

১২৯. প্রধানমন্ত্রী শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে কাদের সহযোগিতা নেন? (জ্ঞান)
● মন্ত্রিপরিষদ খ উপদেষ্টা পরিষদ
গ জেলা পরিষদ ঘ উপজেলা পরিষদ

১৩০. কে মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করেন? (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী গ প্রধান বিচারপতি ঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৩১. মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন কে?
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী গ প্রধান বিচারপতি ঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৩২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করেন কে? (জ্ঞান)
● প্রধানমন্ত্রী খ যুগ্মসচিব
গ সংসদ উপনেতা ঘ অ্যাটর্নি জেনারেল

১৩৩. মন্ত্রীগণ কার পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়ে কাজ করেন? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতির খ স্পিকারের
● প্রধানমন্ত্রীর ঘ প্রধান বিচারপতির

১৩৪. বাংলাদেশে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করেন কে? (জ্ঞান)
● অর্থমন্ত্রী খ প্রধানমন্ত্রী গ বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ রাষ্ট্রপতি

১৩৫. আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করতে কার সম্মতি লাগে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী গ বিচারপতি ঘ সেনাপ্রধান

১৩৬. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন কে? (জ্ঞান)
● প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি গ বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ স্পিকার

১৩৭. দেশের জরুরি অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া যেকোনো নির্দেশ দিতে পারেন কে? (জ্ঞান)
ক সচিব খ অর্থমন্ত্রী গ রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী

১৩৮. জাতীয় স্বার্থে স্বচ্ছতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন কে? (জ্ঞান)
● প্রধানমন্ত্রী খ মন্ত্রিপরিষদ গ রাষ্ট্রপতি ঘ শিক্ষামন্ত্রী

১৩৯. জাতীয় স্বার্থের রক্ষক কে?
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৪০. রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি এবং সরকারের মূল স্তম্ভ কে? (জ্ঞান)
ক সচিবালয় ● প্রধানমন্ত্রী গ রাষ্ট্রপতি ঘ জাতীয় সংসদ

১৪১. প্রধানমন্ত্রী জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন কীভাবে? (অনুধাবন)
ক প্রশাসনের মাধ্যমে
খ অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে
● বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে
ঘ যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করার মাধ্যমে

১৪২. বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই দেশ, জাতি ও সরকার পরিচালিত হয় কেন? (অনুধাবন)
● সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা থাকায়
খ রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ায়
গ প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়ায়
ঘ প্রধান বিচারপতি অনির্বাচিত ব্যক্তি হওয়ায়

১৪৩. মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক বাজেট প্রণয়ন করতে ● সরকার পরিচালনা করতে
গ আইনশৃঙ্খলা উন্নত করতে ঘ নির্বাচন করতে

১৪৪. মন্ত্রিপরিষদের নেতা কে?
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১৪৫. মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হন কীভাবে? (অনুধাবন)
● সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে
খ সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে
গ বিচারকদের মধ্য থেকে
ঘ রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্য থেকে

১৪৬. মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে কে দায়িত্ব বণ্টন করেন? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী গ বিচারপতি ঘ স্পিকার

১৪৭. মন্ত্রিসভা কাজের জন্য কার নিকট দায়ী থাকে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতির খ প্রধানমন্ত্রীর
গ প্রধান বিচারপতির ● জাতীয় সংসদের

১৪৮. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ কীসের নিকট দায়ী? (অনুধাবন)
ক স্পিকারের ● সংসদের গ বিচারপতির ঘ রাষ্ট্রপতির

১৪৯. প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে মন্ত্রিসভা কী হবে? (জ্ঞান)
ক কিছু দিন বহাল থাকবে খ রাষ্ট্রপতি ভেঙে দেন
● আপনাআপনি ভেঙে যাবে ঘ রাষ্ট্রপতি পুনঃবহাল করেন

১৫০. কার সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন? (জ্ঞান)
ক স্পিকারের খ সচিবদের গ বিচারপতিদের ● মন্ত্রিপরিষদের

১৫১. মন্ত্রিসভার ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় জবাবদিহি করতে হয়? (জ্ঞান)
● সংসদে খ সুপ্রিমকোর্টে গ হাইকোর্টে ঘ সচিবালয়ে

১৫২. কার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● প্রধানমন্ত্রীর খ সচিবের গ রাষ্ট্রপতির ঘ বিচারপতির

১৫৩. কোনো বিল পাস করানোর জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন কে? (জ্ঞান)
ক জনগণ খ স্পিকার
গ সচিব ● মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ

১৫৪. কার তত্ত্বাবধানে খসড়া বাজেট প্রণীত হয়? (জ্ঞান)

ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি ● অর্থমন্ত্রী ঘ বাণিজ্যমন্ত্রী

১৫৫. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা কার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব? (জ্ঞান)
ক প্রধানমন্ত্রীর ● মন্ত্রিপরিষদের
গ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘ রাষ্ট্রপতির

১৫৬. দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের দায়িত্ব কার? (জ্ঞান)
ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ● মন্ত্রিসভার
গ সচিবের ঘ বিচারপতির

১৫৭. সম্প্রতি বাংলাদেশ সৌদি আরবের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। এটি কার দায়িত্বে? (প্রয়োগ)
● মন্ত্রিপরিষদের খ নির্বাহী বিভাগের
গ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঘ অ্যাটর্নি জেনারেলের

১৫৮. কোনটি সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে? (জ্ঞান)
● মন্ত্রিপরিষদ খ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গ কেন্দ্রীয় প্রশাসন ঘ রেল মন্ত্রণালয়

১৫৯. সরকারের নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরে কে? (জ্ঞান)
● মন্ত্রিপরিষদ খ অর্থমন্ত্রী
গ তথ্য মন্ত্রণালয় ঘ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬০. প্রধানমন্ত্রী– (অনুধাবন)
i. সরকার প্রধান ii. রাষ্ট্রপ্রধান
iii. মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬১. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের– (অনুধাবন)
i. পরিচালক ii. সদস্য
iii. নেতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬২. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে বলা যায়– (অনুধাবন)
i. সরকারের স্তম্ভ
ii. স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন
iii. তার মেয়াদ পাঁচ বছর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৩. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন জাতীয় সংসদের অধিবেশন– (অনুধাবন)
i. আহ্বানে ii. স্থগিত করতে
iii. ভেঙে দিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৪. শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)
i. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ii. অর্থনৈতিক অগ্রগতি
iii. বৈদেশিক সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৫. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে– (অনুধাবন)
i. মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ii. মন্ত্রিসভা পরিচালিত হয়
iii. মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৬. রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যেসব দায়িত্ব পালন করেন– (প্রয়োগ)
i. মন্ত্রিসভা পরিচালনা করেন
ii. সংসদে আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব দেন
iii. বাজেট প্রণয়নে অর্থমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৭. জাতীয় স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে– (অনুধাবন)
i. জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন
ii. জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন
iii. রাজনৈতিক নেতাদের দলীয় কাজ সম্পর্কে সচেতন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬৮. মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. মন্ত্রিদের নিয়ে ii. প্রতিমন্ত্রীদের নিয়ে
iii. উপমন্ত্রীদের নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৯. মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভায় যে ধরনের বিষয় আলোচিত হয়– (অনুধাবন)
i. বাণিজ্য সম্পর্ক ii. প্রতিরক্ষা সম্পর্ক
iii. সাংস্কৃতিক সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা
ii. দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা
iii. দেশে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটানো
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭১. বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে মন্ত্রিপরিষদ যেসব দায়িত্ব পালন করে– (অনুধাবন)
i. কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে
ii. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে
iii. আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭২. মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে– (অনুধাবন)
i. জাতীয় স্বার্থ ঠিক রেখে
ii. দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে
iii. সংসদে আলোচনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. মন্ত্রিপরিষদের কাজ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. সরকারের নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরা
ii. এসব নীতির পিছনে জনগণের সমর্থন আদায় করা
iii. জনগণের অন্যায়ের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিলা গতকাল তার বাবার সাথে স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তায় একটি জাতীয় পতাকাবাহী গাড়ি ও এর পেছনে পুলিশ প্রটোকল দেখে বাবাকে প্রশ্ন করে– এ গাড়িটি কে ব্যবহার করেন? বাবা উত্তরে বলেন, এ ধরনের গাড়িতে শাসন বিভাগের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা চড়েন। সরকার পরিচালনার জন্য তাদের একটি পরিষদ রয়েছে, যার নেতা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

১৭৪. অনুচ্ছেদে শিলার দেখা গাড়িটি কে ব্যবহার করেন? (প্রয়োগ)
ক সংসদ সদস্য খ গণপরিষদের সদস্য
● মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ঘ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য

১৭৫. উক্ত পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে থাকেন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে
ii. জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষায়
iii. সংসদ পরিচালনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো; কেন্দ্রীয় প্রশাসন; বিভাগীয় প্রশাসন : উপজেলা প্রশাসন

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৫, ৫৬ ও ৫৭

- প্রশাসনকে বলা হয়– রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড।
- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু– সচিবালয়।
- মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান– সচিব।
- বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন– একজন বিভাগীয় কমিশনার।
- মাঠ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো– জেলা প্রশাসন।
- উপজেলার প্রধান প্রশাসক হলেন– উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৬. সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে কোনটি শীর্ষে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক যুগ্মসচিব ● মন্ত্রী গ সচিব ঘ কমিশনার

১৭৭. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তর কয়টি? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

১৭৮. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তর কোনটি? (জ্ঞান)
● কেন্দ্রীয় প্রশাসন খ মাঠ প্রশাসন
গ স্থানীয় প্রশাসন ঘ জেলা প্রশাসন

১৭৯. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর কোনটি? (জ্ঞান)
ক জেলা প্রশাসন খ কেন্দ্রীয় প্রশাসন
● মাঠ প্রশাসন ঘ স্থানীয় প্রশাসন

১৮০. মাঠ প্রশাসনের সবচেয়ে উপরের স্তর কোনটি? (জ্ঞান)
● বিভাগীয় প্রশাসন খ অধিদপ্তর
গ জেলা প্রশাসন ঘ উপজেলা প্রশাসন

১৮১. মাঠ প্রশাসনে দ্বিতীয় ধাপ কোনটি? (জ্ঞান)
ক বিভাগীয় প্রশাসন ● জেলা প্রশাসন
গ উপজেলা প্রশাসন ঘ গ্রাম প্রশাসন

১৮২. কোন প্রশাসন একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত? (জ্ঞান)
ক বিভাগীয় প্রশাসন খ জেলা প্রশাসন
● উপজেলা প্রশাসন ঘ ইউনিয়ন পরিষদ

১৮৩. (?) চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? (প্রয়োগ)

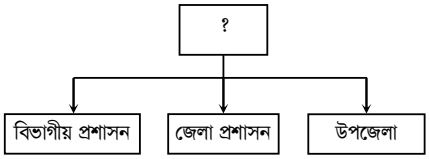

ক অধিদপ্তর ● মাঠ প্রশাসন
গ কেন্দ্রীয় প্রশাসন ঘ মন্ত্রিপরিষদ

১৮৪. মাঠ প্রশাসন মূলত কীসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়? (অনুধাবন)
ক উপজেলার ● কেন্দ্রের গ মন্ত্রীর ঘ রাষ্ট্রপতির

১৮৫. অধিদপ্তরের প্রধানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● পরিচালক খ চেয়ারম্যান গ সম্পাদক ঘ কমিশনার

১৮৬. বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম একটি দপ্তর হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এর প্রধান হিসেবে কে দায়িত্ব পালন করেন? (প্রয়োগ)
● মহাপরিচালক খ পরিচালক
গ চেয়ারম্যান ঘ নির্বাহী পরিচালক

১৮৭. বিভিন্ন সরকারি কাজ বাস্তবায়নে দপ্তর অধিদপ্তরগুলো সচিবালয়ের কী হিসেবে কাজ করে? (অনুধাবন)
● লাইন সংস্থা খ সর্বজনীন পদ্ধতি
গ সরকারি ব্যবস্থা ঘ মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত ব্যবস্থা

১৮৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু কোনটি? (জ্ঞান)
ক জাতীয় সংসদ খ মন্ত্রিপরিষদ
● বাংলাদেশ সচিবালয় ঘ প্রধানমন্ত্রী

১৮৯. দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কোথায় গৃহীত হয়? (জ্ঞান)
ক সংসদে খ জেলায় গ বিভাগে ● সচিবালয়ে

১৯০. সচিবালয় কীভাবে গঠিত? (অনুধাবন)
ক মন্ত্রিদের নিয়ে খ সচিবদের নিয়ে
● কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে ঘ কয়েকটি সামরিক সংস্থা নিয়ে

১৯১. একটি মন্ত্রণালয় কীসের অধীনে ন্যস্ত থাকে? (অনুধাবন)
● একজন মন্ত্রীর খ একজন সচিবের
গ একজন প্রতিমন্ত্রীর ঘ একজন কূটনীতিকের

১৯২. মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে? (জ্ঞান)
ক মন্ত্রী ● অতিরিক্ত সচিব গ সচিব ঘ কমিশনার

১৯৩. কোনো মন্ত্রণালয়ের সচিব অনুপস্থিত থাকলে কে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন? (জ্ঞান)
ক যুগ্ম সচিব খ উপসচিব
● অতিরিক্ত সচিব ঘ সরকারি সচিব

১৯৪. মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি অণুবিভাগের দায়িত্ব কে পালন করেন? (জ্ঞান)
● যুগ্ম সচিব খ সচিব গ উপসচিব ঘ কমিশনার

১৯৫. মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি অণুবিভাগের জন্য কয়জন করে যুগ্মসচিব থাকেন? (জ্ঞান)
● একজন খ দুজন গ তিনজন ঘ চারজন

১৯৬. মন্ত্রণালয়ের এক বা একাধিক শাখার দায়িত্বে কে থাকেন?
ক সচিব খ যুগ্ম সচিব
● উপসচিব ঘ অতিরিক্ত সচিব

১৯৭. বাংলাদেশে কয়জন বিভাগীয় কমিশনার আছে? (জ্ঞান)
ক পাঁচ খ ছয় ● সাত ঘ আট

১৯৮. মন্ত্রণালয়ের কতজন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব এবং সিনিয়র সহকারী ও সহকারী সচিব থাকবেন তা কী অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক মন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী
● মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি অনুযায়ী
গ দেশের আয়তন অনুযায়ী
ঘ সচিবদের পদক্রম অনুযায়ী

১৯৯. বিভাগীয় প্রধানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● বিভাগীয় কমিশনার খ সচিব
গ বিভাগীয় চেয়ারম্যান ঘ এমপি

২০০. বিভাগীয় কমিশনার তার কাজের জন্য কার কাছে দায়ী থাকেন? (জ্ঞান)
ক জেলা প্রশাসকের নিকট খ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট
● কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিকট ঘ সাংসদের নিকট

২০১. জেলা প্রশাসকদের কাজের তদারকি করেন কে?
ক অতিরিক্ত সচিব খ অ্যাটর্নি জেনারেল
গ জেলা জজ ● বিভাগীয় কমিশনার

২০২. বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন কে? (জ্ঞান)
ক জেলা প্রশাসক ● বিভাগীয় কমিশনার
গ যুগ্ম সচিব ঘ কালেক্টর

২০৩. জেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে? (জ্ঞান)
ক পুলিশ সুপার খ সহকারী জেলা প্রশাসক
● জেলা প্রশাসক ঘ উপজেলা চেয়ারম্যান

২০৪. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অভিজ্ঞ সদস্য কে? (জ্ঞান)
● জেলা প্রশাসক খ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গ মেয়র ঘ কমিশনার

২০৫. কাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
ক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
● জেলা প্রশাসক ঘ পুলিশ সুপার

২০৬. জেলা প্রশাসক যেসব আদেশ, নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন তা কোথা থেকে আসে? (অনুধাবন)
ক বিভাগীয় প্রশাসন খ জেলা প্রশাসন
● কেন্দ্র ঘ সংসদ

২০৭. জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারকি ও সমন্বয় করেন কে? (জ্ঞান)
ক সচিব ● জেলা প্রশাসক গ পুলিশ সুপার ঘ জেলা জজ

২০৮. জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন কে? (জ্ঞান)

● জেলা প্রশাসক ⓚ সচিব ⓖ কমিশনার ⓘ মন্ত্রী

২০৯. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ জাতীয় সংসদ ⓚ মন্ত্রিপরিষদ
● বাংলাদেশ সচিবালয় ⓘ প্রধানমন্ত্রী

২১০. জেলা প্রশাসক কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ⓚ যুগ্ম সচিব ● কালেক্টর
ⓖ নির্বাহী কর্মকর্তা ⓘ উপসচিব

২১১. ভূমি উন্নয়ন জেলা প্রশাসকের কোন ধরনের কাজ? (জ্ঞান)
ⓚ প্রশাসনিক ● রাজস্ব সংক্রান্ত
ⓖ উন্নয়নমূলক ⓘ শাসন সংক্রান্ত

২১২. জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কাজ জেলা প্রশাসক কার সাহায্যে করে থাকেন? (জ্ঞান)
ⓚ জনগণ ● পুলিশ ⓖ সেনাবাহিনী ⓘ জেলা জজ

২১৩. জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি কে? (জ্ঞান)
● জেলা প্রশাসক ⓚ জেলা জজ
ⓖ পুলিশ সুপার ⓘ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

২১৪. জেলার অধীনস্ত সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ পুলিশ সুপার ⓚ জেলা জজ
● জেলা প্রশাসক ⓘ জেলা নির্বাচন অফিসার

২১৫. জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি কে? (জ্ঞান)
● জেলা প্রশাসক ⓚ জেলা সচিব
ⓖ বিভাগীয় কমিশনার ⓘ বিভাগীয় সচিব

২১৬. জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন কে? (জ্ঞান)
● জেলা প্রশাসক ⓚ সহকারী জেলা প্রশাসক
ⓖ সাব জজ ⓘ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

২১৭. জেলার মূলস্তম্ভ বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
● জেলা প্রশাসক ⓚ কমিশনার ⓖ সচিব ⓘ মেয়র

২১৮. বাংলাদেশে মোট কয়টি প্রশাসনিক উপজেলা আছে? (জ্ঞান)
ⓚ ৪৮৫ ⓚ ৪৮৬ ● ৪৮৭ ⓘ ৪৮৮

২১৯. উপজেলা উন্নয়ন কমিটির প্রধান কে? (জ্ঞান)
● উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ⓚ জেলা প্রশাসক
ⓖ সহকারী কমিশনার ⓘ জেলা জজ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২০. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তর হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. কেন্দ্রীয় প্রশাসন ii. মাঠ প্রশাসন
iii. বৈদেশিক প্রশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২১. মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে– (অনুধাবন)
i. বোর্ড ii. কর্পোরেশন
iii. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২২. মন্ত্রীর প্রধান কাজ– (অনুধাবন)
i. প্রকল্প প্রণয়ন ii. নীতি নির্ধারণ
iii. নীতি বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২৩. যুগ্ম সচিব যে ধরনের কাজ করেন– (অনুধাবন)
i. সচিবকে সহায়তা ii. অফিস ব্যবস্থাপনা
iii. আইন তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২৪. দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপসচিবের সাথে পরামর্শ করেন– (অনুধাবন)
i. সহকারী সচিব ii. সিনিয়র সহকারী সচিব
iii. সচিব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২৫. মাঠ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)
i. বিভাগীয় প্রশাসন ii. জেলা প্রশাসন
iii. উপজেলা প্রশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৬. মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও অফিসের কার্যকলাপ বিস্তৃত থাকে– (অনুধাবন)
i. জেলায় ii. বিভাগে
iii. উপজেলায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৭. মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ii. আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
iii. বোর্ড ও কর্পোরেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৮. উপসচিব পরামর্শ দেন– (অনুধাবন)
i. যুগ্ম সচিবকে ii. সহকারী সচিবকে
iii. অতিরিক্ত সচিবকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২৯. বিভাগীয় কমিশনারের মূল কাজ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন
ii. ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা
iii. জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারকি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩০. বিভাগীয় কমিশনার– (অনুধাবন)
i. জেলা প্রশাসকদের বদলি করতে পারেন
ii. কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন
iii. কালেকটর হিসেবে পরিচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩১. আজিজ সাহেবকে জেলার মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে তিনি যেসব কাজ পরিচালনা করেন তা হলো– (প্রয়োগ)
i. জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজের তদারক ও সমন্বয়
ii. জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ
iii. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩২. কেন্দ্রীয় পর্যায়ের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়– (অনুধাবন)
i. জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ii. উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে
iii. বিভাগীয় প্রশাসনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৩. জেলা প্রশাসক তত্ত্বাবধান করেন– (অনুধাবন)
i. উপজেলা পরিষদ
ii. পৌরসভা
iii. ইউনিয়ন পরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৪. জেলা প্রশাসন যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করে– (অনুধাবন)
i. শিক্ষামূলক
ii. শিল্প উন্নয়ন

iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৩৫. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গুরবত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার
ii. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰতিগ্রস্তদের সাহায্য
iii. সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৩৬. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তদারকি করেন– (অনুধাবন)
i. উপজেলার প্রশাসনিক কাজ
ii. উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ
iii. সরকারি অর্থ ব্যয় তত্ত্বাবধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকটি দেখে ২৩৭ ও ২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

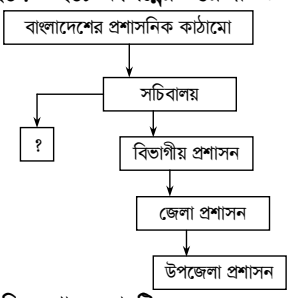

২৩৭. ছকের (?) চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে? (প্রয়োগ)
● অধিদপ্তর ⓚ পরিচালক ⓖ মন্ত্রণালয় ⓘ চেয়ারম্যান

২৩৮. কার ৰমতাবলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে? (উচ্চতর দৰতা)
i. সংসদ নেতার
ii. সংসদ সভাপতির
iii. রাষ্ট্রপতির
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ২৩৯ ও ২৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মিজান একটি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতাও। মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ৰমতাও মিজানের হাতে ন্যস্ত।

২৩৯. অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে মিজানের পদবি কী? (প্রয়োগ)
● সচিব ⓚ কমিশনার
ⓖ সেনাপ্রধান ⓘ পরিচালক

২৪০. মিজান মন্ত্রীকে যে ধরনের কাজে সহায়তা করে– (উচ্চতর দৰতা)
i. নীতি নির্ধারণে ii. শাসনকার্যে
iii. নীতি বাস্তবায়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ বাংলাদেশের আইনসভা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৮

At a Glance

- সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম– আইনসভা।
- বাংলাদেশের আইনসভার নাম– জাতীয় সংসদ।
- জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা– ৩৫০ জন।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়– পাঁচ বছর পর পর।
- বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ৰমতা– জাতীয় সংসদের।
- রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রৰাকারী– জাতীয় সংসদ।
- জাতীয় সংসদের রয়েছে– বিচারসংক্রান্ত ৰমতা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪১. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ ফোকেটিং ● জাতীয় সংসদ
ⓖ পার্লামেন্ট ⓘ ডায়েট

২৪২. বাংলাদেশের আইনসভা কীরূ প? (জ্ঞান)
ⓚ দ্বিকৰবিশিষ্ট ● এককৰবিশিষ্ট
ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ ত্রিকৰবিশিষ্ট

২৪৩. আইন প্রণয়নের সকল ৰমতা রয়েছে কার? (জ্ঞান)
ⓚ সচিবালয়ের ● জাতীয় সংসদের
ⓖ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ⓘ বিচার বিভাগের

২৪৪. জাতীয় সংসদে সংরবিত আসন কয়টি? (জ্ঞান)
ⓚ ১৫ ⓚ ৩০ ⓖ ৪৫ ● ৫০

২৪৫. সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার কীভাবে নির্বাচিত হন? (জ্ঞান)
● সংসদ সদস্যদের ভোটে ⓚ জনগণের ভোটে
ⓖ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় ⓘ বিচারপতিদের ভোটে

২৪৬. সংসদের এক অধিবেশন থেকে আরেক অধিবেশনের মধ্যে বিরতি থাকবে কত দিন? (জ্ঞান)
ⓚ সর্বোচ্চ ৭০ দিন ● সর্বোচ্চ ৬০ দিন
ⓖ সর্বোচ্চ ৫০ দিন ⓘ সর্বোচ্চ ৪০ দিন

২৪৭. আইনসভার নেতা কে? (জ্ঞান)
● প্রধানমন্ত্রী ⓚ আইনমন্ত্রী
ⓖ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ⓘ প্রধান বিচারপতি

২৪৮. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থায় সংসদ সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু? (জ্ঞান)
ⓚ রাজতান্ত্রিক ● সংসদীয় সরকার
ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৪৯. কোনটির অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না? (জ্ঞান)
● সংসদের ⓚ সচিবালয়ের
ⓖ কর বিভাগের ⓘ অডিটর জেনারেলের

২৫০. কে বাজেটের খসড়া সংসদে উপস্থাপন করেন? (জ্ঞান)
● অর্থমন্ত্রী ⓚ অর্থসচিব
ⓖ পরিকল্পনামন্ত্রী ⓘ অডিটর জেনারেল

২৫১. আইনসভার সদস্যদের মধ্যে কতজন জনগণের প্রত্যৰ ভোটে নির্বাচিত হন? (জ্ঞান)
● ৩০০ ⓚ ৩২৫ ⓖ ৩৩০ ⓘ ৩৫০

২৫২. জাতীয় তহবিলের অভিভাবক কে? (জ্ঞান)
ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓚ প্রধানমন্ত্রী ● জাতীয় সংসদ ⓘ অর্থমন্ত্রী

২৫৩. জাতীয় সংসদের বিচার সংক্রান্ত কাজ কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ বিচারক নিয়োগ করা ● মন্ত্রিসভার অপসারণ ৰমতা
ⓖ বিচার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ⓘ বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫৪. জাতীয় সংসদ যাদের বিরবদ্ধে অনাস্থা আনতে পারে– (অনুধাবন)
i. জেলা প্রশাসন ii. প্রধানমন্ত্রী
iii. ডেপুটি স্পিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৫. সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন– (অনুধাবন)
i. স্পিকার ii. ডেপুটি স্পিকার
iii. বিভাগীয় কমিশনার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৬. জাতীয় সংসদের স্পিকার– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন
ii. সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন
iii. সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৭. জাতীয় সংসদের সদস্যগণকে বলা হয়– (অনুধাবন)
i. কমিশনার ii. পার্লামেন্ট মেম্বার
iii. সাংসদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৮. সংসদের স্পিকার সম্পর্কে বলা যায়– (অনুধাবন)
i. তিনি সংসদের সভাপতিত্ব করেন
ii. তিনি সংসদের নেতা
iii. তিনি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫৯. সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনে সরকারি ও বিরোধীদলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংসদকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতে
ii. সংসদের কার্যাবলিকে গতিশীল করার জন্য
iii. সংসদকে কার্যকর করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬০. সংসদ সদস্য হতে হলে যে ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন হয়– (অনুধাবন)
i. উচ্চশিক্ষিত হওয়া ii. ২৫ বছর হওয়া
iii. বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬১. সংসদকে অর্থবহ করতে হলে বিরোধীদলকে হতে হবে– (অনুধাবন)
i. দায়িত্বশীল ii. সমালোচক iii. শক্তিশালী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬২. সংসদ সদস্যগণ যেভাবে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ বাজেট পাস করেন– (অনুধাবন)
i. দীর্ঘ বিতর্ক ii. দীর্ঘ আলোচনা iii. দীর্ঘ প্রক্রিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬৩. কেউ সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন– (অনুধাবন)
i. আদালত দ্বারা দেউলিয়া ঘোষিত হলে
ii. আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে
iii. অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' দেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা রয়েছে X নামক একটি সংস্থার। এ সংস্থাটি যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। এ সংস্থাটি রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারীও বটে।

২৬৪. উক্ত সংস্থাটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বাংলাদেশের কোনটির? (প্রয়োগ)
● জাতীয় সংসদ খ বিভাগীয় প্রশাসন
গ সচিবালয় ঘ জেলা প্রশাসন

২৬৫. উক্ত সংস্থা সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে ii. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার মালিক
iii. সদস্য সংখ্যা ২৫০
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৯

At a Glance

- আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে– বিচারবিভাগ।
- সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত– বাংলাদেশের বিচার বিভাগ।
- বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত– সুপ্রিম কোর্ট।
- সুপ্রিম কোর্টের বিভাগ রয়েছে– দুইটি।
- রাষ্ট্রপতি আইনের ব্যাখ্যা চাইলে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে– আপিল বিভাগ।
- নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে– হাইকোর্ট বিভাগ।
- বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো– গ্রাম আদালত।
- গ্রাম আদালত গঠিত হয়– পাঁচজন সদস্য নিয়ে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৬. কোন বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধান অক্ষুণ্ন রাখে? (জ্ঞান)
ক আইন খ শাসন ● বিচার ঘ আইন ও বিচার

২৬৭. সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কোনটি? (জ্ঞান)
ক জজকোর্ট ● সুপ্রিমকোর্ট গ হাইকোর্ট ঘ মুন্সেফ কোর্ট

২৬৮. সুপ্রিমকোর্টের কয়টি বিভাগ রয়েছে? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৬৯. সুপ্রিমকোর্টের প্রধানকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● প্রধান বিচারপতি খ অ্যাটর্নি জেনারেল
গ গভর্নর জেনারেল ঘ প্রধান বিচারক

২৭০. সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হতে হলে বাংলাদেশে বিচার বিভাগীয় পদে কত বছর বিচারক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাগে? (জ্ঞান)
● ১০ খ ১২ গ ১৫ ঘ ২০

২৭১. আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগকে দিয়ে কোনটি গঠিত হয়েছে? (জ্ঞান)
● সুপ্রিমকোর্ট খ আইনমন্ত্রণালয়
গ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ঘ বিচার বিভাগ

২৭২. ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সামনে হাজির হতে ও দলিলপত্র পেশ করার আদেশ জারি করতে পারে কোন বিভাগ? (জ্ঞান)
ক হাইকোর্ট ● আপিল গ আইন ঘ শাসন

২৭৩. কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্যই পালনীয়? (অনুধাবন)
● আপিল খ শাসন গ সামরিক ঘ আইন

২৭৪. সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে কোনটি? (অনুধাবন)
ক আপিল বিভাগ খ সামরিক বিভাগ
● হাইকোর্ট বিভাগ ঘ আইন বিভাগ

২৭৫. বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কীসের অধীনে অধস্তন আদালত আছে? (অনুধাবন)
● সুপ্রিমকোর্টের খ সাব জজ কোর্টের
গ সহকারী জজ কোর্টের ঘ জজ কোর্টের

২৭৬. অধস্তন আদালতে কোন ধরনের মামলা পরিচালনা করা হয়? (অনুধাবন)
● ফৌজদারি খ মানহানি গ অর্থসংক্রান্ত ঘ ব্যবসায়িক

২৭৭. জেলা জজের কাজে সহায়তা করেন কে? (জ্ঞান)
● সাব জজ খ সচিব
গ কমিশনার ঘ অতিরিক্ত সচিব

২৭৮. বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত কোনটি? (জ্ঞান)
● গ্রাম আদালত খ অধস্তন আদালত
গ সাব জজ আদালত ঘ জেলা জজ

২৭৯. কয়জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত? (জ্ঞান)
ক তিন খ চার ● পাঁচ ঘ ছয়

২৮০. যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব সেগুলোর বিচার কোন আদালতে করা হয়? (জ্ঞান)
ক জেলা জজ আদালত খ সাব জজ আদালত
● গ্রাম আদালত ঘ সহকারী জজ আদালত

২৮১. ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার কোন আদালতে করা হয়ে থাকে? (জ্ঞান)
ক সাব জজ আদালত খ যুগ্ম জেলা জজ আদালত
গ সহকারী জজ আদালত ● গ্রাম আদালত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮২. বিচার বিভাগ অক্ষুণ্ন রাখে– (অনুধাবন)
i. আইনের অনুশাসন ii. ক্ষমতার বণ্টন

iii. নাগরিকের মৌলিক অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৩. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)
i. সুপ্রিমকোর্ট ii. অধস্তন আদালত
iii. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৪. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত হয়েছে– (অনুধাবন)
i. অধস্তন আদালত নিয়ে ii. সুপ্রিমকোর্ট নিয়ে
iii. জেলা পরিষদ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৫. বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত হয়েছে– (অনুধাবন)
i. সুপ্রিমকোর্ট নিয়ে ii. উপজেলা আদালত নিয়ে
iii. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৬. সুপ্রিমকোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত– (অনুধাবন)
i. আপিল বিভাগ নিয়ে ii. হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে
iii. আইন বিভাগ নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৭. হাইকোর্ট বিভাগের কাজ– (অনুধাবন)
i. নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা
ii. অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করা
iii. সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৮. বাংলাদেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতা কোন পরিষদের হাতে ন্যস্ত? (জ্ঞান)
i. জেলা পরিষদ ii. ইউনিয়ন পরিষদ
iii. মন্ত্রিপরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৯. জেলা জজ মামলা পরিচালনা করে থাকেন– (অনুধাবন)
i. জরিমানাসংক্রান্ত মামলা ii. ঋণচুক্তি মামলা
iii. ফৌজদারি মামলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯০. জেলা আদালতের অধীনে পরিচালিত দেওয়ানি মামলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– (অনুধাবন)
i. জমিজমাসংক্রান্ত মামলা ii. ঋণসংক্রান্ত
iii. চুক্তিসংক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯১. রবহুল অধস্তন আদালতের একজন বিচারক। এ আদালত সম্পর্কে যেটি প্রযোজ্য– (প্রয়োগ)
i. ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করে
ii. দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে
iii. জজকোর্টের অধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে এবং ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাহাত ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে যান। যেখানে তার ভারতীয় বন্ধু পরিমলের সাথে দেশের বিচার বিভাগের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিষয়ে আলোচনা করেন।

২৯২. রাহাতের দেশের বিচারকগণ স্বীয়পদে কত বছর পর্যন্ত কর্মরত থাকতে পারবেন? (প্রয়োগ)
ক ৬৫ ● ৬৭ গ ৭০ ঘ ৭২

২৯৩. উক্ত বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অধস্তন আদালতের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ
ii. রাষ্ট্রপতি আইনের ব্যাখ্যা চাইলে এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে
iii. সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯৪ ও ২৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নীলা রহমান একজন জেলা বিচারক। তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

২৯৪. নীলা রহমানকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন কে? (প্রয়োগ)
● রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ অ্যাটর্নি জেনারেল ঘ আইনমন্ত্রী

২৯৫. নীলা রহমানের সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. তিনি বাংলাদেশের নাগরিক
ii. সুপ্রিমকোর্টে বিশ বছর অ্যাডভোকেট ছিলেন
iii. তিনি দশ বছর ধরে জেলা বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

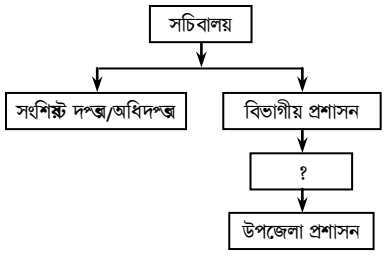

[স. বো. '১৬]

ক. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে? ১
খ. আইনসভা কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রশ্নবোধক চিহ্নিত (?) স্থানে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির পদমর্যাদা কী? তাঁর উন্নয়নমূলক কাজগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উন্নয়নমূলক কাজগুলোই কি তাঁর একমাত্র কাজ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

গ প্রশ্নবোধক চিহ্নিত (?) স্থানে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি হচ্ছেন জেলাপ্রশাসক। পদমর্যাদায় তিনি জেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী

কর্মকর্তা। প্রদত্ত ছকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তর মাঠ প্রশাসনের ধাপগুলো দেখানো হয়েছে। মাঠ প্রশাসনে বিভাগীয় প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের মাঝে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) দিয়ে জেলা প্রশাসন নির্দেশিত হয়েছে। যার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। জেলা প্রশাসনের অনেক কাজের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো অন্যতম। বস্তুত জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিৰা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্ব তার। তিনি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেন। অর্থাৎ জেলার উন্নয়ন ও রৰণাবেৰণের সার্বিক দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের।

ঘ উন্নয়নমূলক কাজগুলোই জেলা প্রশাসকের একমাত্র কাজ নয়। বরং জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে তিনি অনেক দায়িত্ব পালন করেন। যথা : জেলা প্রশাসক কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ–নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন। আবার জেলা প্রশাসক জেলা কোষাগারের রৰক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার, সে কারণে তিনি কালেকটর নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন, রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করে থাকেন। জেলার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রৰা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলা প্রশাসক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর (উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন) কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন। এছাড়াও জেলা প্রশাসক জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন জিনিসের লাইসেন্স দেন। জেলার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন। তাই আমি মনে করি উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি উপরিউক্ত কাজগুলোও জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

প্রশ্ন– ২ রাজস্বসংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ

জনাব হাসান জাকির মাঠ প্রশাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি ভূমি উন্নয়নসহ ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকেন। তার নেতৃত্বেই ভূমির খাজনা আদায় করা হয়। এছাড়া তিনি করসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতার জন্য তাকে তার প্রশাসনের মূল স্তম্ভ বলা হয়। [স. বো. '১৫]

ক. মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে? ১

খ. রাষ্ট্রপতির আইনসংক্রান্ত কাজ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত কাজটি জনাব হাসান জাকিরের প্রশাসনের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটি ছাড়াও জনাব হাসান জাকির আরও অনেক গুরবত্বপূর্ণ কাজ করেন' উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন সচিব।

খ রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও করেন। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। তিনি সংসদে ভাষণ দিতে ও বাণী পাঠাতে পারেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে তিনি সম্মতিদান করলে বা সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত কাজটি জনাব হাসান জাকিরের প্রশাসনের যে ধরনের কাজকে নির্দেশ করে তা হলো– রাজস্বসংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো স্তরভিত্তিক এবং এর দুটি প্রধান স্তর আছে। যার প্রথম স্তরটি হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও দ্বিতীয় স্তরটি হলো মাঠ প্রশাসন। মাঠ প্রশাসনের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনব্যবস্থা মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরবত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয় যেমন– প্রশাসনিক কাজ, রাজস্বসংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ। আইনশৃঙ্খলা রৰাসংক্রান্ত কাজ, উন্নয়নমূলক কাজ, স্থানীয় প্রশাসনসংক্রান্ত কাজসহ তিনি জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করে থাকেন। উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসান জাকিরের মাঠ প্রশাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি ভূমি উন্নয়নসহ ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকেন। তার নেতৃত্বেই ভূমির খাজনা আদায় করা হয়। এছাড়া তিনি করসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। জেলা প্রকাশক জেলা কোষাগারের রৰক ও পরিচালক। আর সে কারণেই জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ উদ্দীপকে উলিৱখিত কাজটি জেলা প্রশাসকের রাজস্ব সংক্রান্ত ও আর্থিক কাজেরই অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কাজটি ছাড়াও একজন জেলা প্রশাসক হিসেবে জনাব হাসান জাকির আরো অনেক গুরবত্বপূর্ণ কাজ করেন– উক্তিটি যথার্থ। জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়। যথা : জেলা প্রশাসক কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ–নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজের তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন। জেলার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রৰা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিৰা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তার। তিনি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। জেলা প্রশাসক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর (উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন) কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন। জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে তিনি আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন জিনিসের লাইসেন্স দেন। জেলার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন। জেলা প্রশাসকের ব্যাপক কাজের জন্য তাকে জেলার 'মূল স্তম্ভ' বলা হয়। তিনি শুধু জেলা প্রশাসক নন। তিনি জেলার সেবক, পরিচালক এবং বন্ধুও বটে।

প্রশ্ন– ৩ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও কার্যাবলি

মি. 'A' শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি এবং আলঙ্কারিক প্রধান। সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয় এবং তিনি দেশের গুরবত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে নানা পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। [পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. জাতীয় স্বার্থের রৰক কে? ১

খ. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রৰা মন্ত্রিপরিষদের

গুরবত্বপূর্ণ দায়িত্ব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের উলিরখিত A ব্যক্তি কীভাবে নির্বাচিত হন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'দেশের গুরবত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে পরামর্শ প্রদান করাই তার একমাত্র কাজ'–তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় স্বার্থের রৰক হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রৰা মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম গুরবত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশের প্রতিরৰা বাহিনী গঠনের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। মূলত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশরৰা বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দান করেন। দেশের ভিতরে শান্তিশৃঙ্খলা রৰা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম কাজ।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত মি. 'A' ব্যক্তি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, যিনি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. 'A' শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি এবং আলঙ্কারিক প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয় এবং তিনি দেশের গুরবত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে নানা পরামর্শ প্রদান করেন, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে। রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান। তার কার্যকাল পাঁচ বছর। রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। তবে কোনো ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই এদেশের নাগরিক ও কমপৰে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। এছাড়া তার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। যদি কেউ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হন, তাহলে তিনি আর রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না।

ঘ দেশের গুরবত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে পরামর্শ প্রদান করাই রাষ্ট্রপতির একমাত্র কাজ– আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত নই। কারণ, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। এছাড়া মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের তিনিই নিয়োগদান করেন। রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করেন। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস। তার অনুমতি ছাড়া দেশের কোনো নাগরিক অন্য কোনো দেশের দেওয়া কোনো সম্মাননা বা পদবি গ্রহণ করতে পারে না। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তাই বলা যায়, শুধু দেশের গুরবত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে পরামর্শ প্রদান করা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আরও অনেক গুরবত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন।

প্রশ্ন– ৪ রাষ্ট্রপতি

শিল্পীদের পরিবার একটি যৌথ পরিবার। এ পরিবারের প্রধান হলেন শিল্পীর দাদা মোজাম্মেল হক। তাকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তাদের পরিবারের সকল কার্যাবলি পরিচালনা করেন তার বাবা আমজাদ হোসেন। তার আদেশেই পরিবারের সদস্যরা তাদের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে? ১

খ. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কেমন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিল্পীর দাদা বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় কার প্রতিনিধিত্ব করছে? তার স্বরূ প তুলে ধর। ৩

ঘ. শিল্পীদের পরিবারটি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রতিচ্ছবি–বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার ব্যবস্থার ন্যায় বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। শাসন বিভাগকে নির্বাহী বিভাগও বলা হয়ে থাকে। এটি মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত। তবে দেশের প্রকৃত শাসনৰমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত শিল্পীর দাদা বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করছে। বাংলাদেশ শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি আসলে নামমাত্র প্রধান। দু–একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনার ৰেত্রে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার কার্যকাল পাঁচ বছর। উদ্দীপকে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে শিল্পীর দাদা মোজাম্মেল হক সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। শিল্পীর বাবাই মূলত পরিবারপ্রধান। বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা মোজাম্মেল হকের অনুরূ প। কেননা, কাগজে কলমে রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেও মোজাম্মেল হকের ন্যায় তিনি প্রকৃত ৰমতার অধিকারী নন। তাই, শিল্পীর দাদা মোজাম্মেল হক চরিত্রটি বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

ঘ শিল্পীদের পরিবারটি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রতিচ্ছবি–প্রশ্নে উলিরখিত এই উক্তিটি যথার্থ। গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তবে দেশের প্রকৃত শাসনৰমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। এখানে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। তার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। উদ্দীপকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে মোজাম্মেল হককে আপাতদৃষ্টিতে শিল্পীদের পরিবারের প্রধানকর্তা বলে মনে হয়। কিন্তু কার্যত শিল্পীর বাবা হলেন পরিবার প্রধান। দেশের চলমান সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির অবস্থানও মোজাম্মেল হকের মতো। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি দেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ প্রধান প্রধানমন্ত্রী শিল্পীর বাবার ন্যায় প্রকৃত ৰমতার মালিক। তাকে কেন্দ্র করেই দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি একসাথে সংসদ নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। দু–একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করতে হয়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উলিরখিত শিল্পীদের পরিবারটি যেন বাংলাদেশের শাসন বিভাগের এক পূর্ণচিত্র। এখানে শিল্পীর দাদা এবং বাবা চরিত্র দুটি যথাক্রমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যৰমতাকে নির্দেশ করে। সংগত কারণে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন– ৫ সংসদীয় শাসনব্যবস্থা

'ক' রাষ্ট্রটি সদ্য স্বাধীন হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে সরকার গঠন করা হয়। একজনকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ৰমতায় বসানো হয়। আর একজন প্রধানের নেতৃত্বে একদল নির্বাচিত প্রতিনিধি দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাদের মাধ্যমেই সরকারের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়। [সাহাজউদ্দিন আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ, গাজীপুর]

ক. কাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়? ১
খ. প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার স্তম্ভ বলা হয় কেন? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রটিতে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত রয়েছে? এ ব্যবস্থার স্বরূ প উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. 'তারাই সরকারের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন স্থাপন করে'– বাংলাদেশের প্রশাসনের পরিপ্রেৰিতে উক্তিটি বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

খ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসক। তার নেতৃত্বে দেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকে। তিনি মন্ত্রিসভার মূল স্তম্ভ ও সংসদের নেতা। তাকে কেন্দ্র করে সরকার গঠিত, পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয়। তিনিই দেশের প্রকৃত নির্বাহী ৰমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার স্তম্ভ বলা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্রটিতে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত রয়েছে তা হলো সংসদীয় শাসনব্যবস্থা। উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রটি সদ্য স্বাধীন হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে সরকার গঠন করা হয়। একজনকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ৰমতায় বসানো হয়। আর একজনকে প্রধানের নেতৃত্বে একদল নির্বাচিত প্রতিনিধি দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং তাদের মাধ্যমেই সরকারের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকে উলিৱখিত 'ক' রাষ্ট্রের এ শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে পরিচালিত সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তবে দেশের প্রকৃত শাসন ৰমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রিপরিষদই এখানে প্রকৃত শাসন ৰমতার অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। তার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। আর এই মন্ত্রিপরিষদই সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

ঘ তারাই অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদই সরকারের সাথে জনগণের সেতুবন্ধন স্থাপন করে। বাংলাদেশের প্রশাসনের পরিপ্রেৰিতে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ। বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তবে দেশের প্রকৃত শাসন ৰমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রিপরিষদই এখানে প্রকৃত শাসন ৰমতার অধিকারী এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। তার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হিসেবে দেশের সকল শাসনসংক্রান্ত ৰমতা ভোগ ও কার্য পরিচালন করেন। মন্ত্রিগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের নিয়মিত সভায় দেশের শাসনসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে যেমন : আইনশৃঙ্খলা, রৰা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বৈদেশিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, প্রতিরৰা, দ্রব্যমূল্য ও খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আলোচিত হয়। এসব বিষয়ে যেসব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেসব নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরে এবং ঐসব নীতির পেছনে জনগণের সমর্থন আদায় করে মন্ত্রিপরিষদ। অর্থাৎ, বাংলাদেশের প্রশাসনের পরিপ্রেৰিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মন্ত্রিপরিষদ সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন– ৬ বিচার বিভাগের গঠন

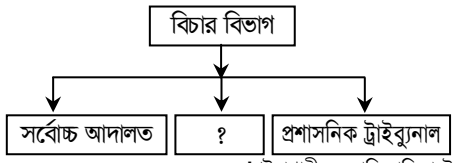

[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. মন্ত্রীর প্রধান কাজ কোনটি? ১
খ. জাতীয় সংসদ কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকের সর্বোচ্চ আদালত বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে? এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকের '?' চিহ্নিত স্থানের আদালত ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে– বিশেৱষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রীর প্রধান কাজ হলো প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ।

খ শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এৰেত্রে বিরোধী দলের সদস্যগণ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

গ ছকের সর্বোচ্চ আদালত বলতে সুপ্রিমকোর্টকে বোঝানো হয়েছে। কারণ বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিমকোর্ট। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিমকোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। ছকে বিচার বিভাগের এ তিনটি অংশের মধ্যে একটিকে সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে দেখানো হয়েছে। যা সুপ্রিমকোর্টকে নির্দেশ করে। সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যায়। যথা : আপিল বিভাগের কাজ ও হাইকোর্ট বিভাগের কাজ। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিগ্রি বা দণ্ডাদেশের বিরবদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো ব্যাখ্যা চাইলে এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হতে ও দলিলপত্র পেশ করার মৌলিক অধিকার রৰায় নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা দেখা দিলে তা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করে মীমাংসা করতে পারে।

ঘ ছকের '?' চিহ্নিত স্থানের আদালত দ্বারা অধস্তন আদালতকে বুঝানো হচ্ছে। অধস্তন আদালত ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বিচার বিভাগের অধস্তন আদালত আছে। এ আদালত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা: ১. জেলা জজের আদালত, ২. সাব জজ আদালত ও সহকারী জজ আদালত এবং ৩. গ্রাম আদালত। জেলা আদালতের প্রধান জেলা জজ। তার কাজে

সহায়তার জন্য আছেন অতিরিক্ত জেলা জজ ও সাব জজ। এই আদালত জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি (জমিজমা সংক্রান্ত, ঋণচুক্তি সংক্রান্ত) ও ফৌজদারি (সংঘাত, সংঘর্ষ সংক্রান্ত) মামলা পরিচালনা করে। জেলা জজের আদালতের অধীনে প্রত্যেক জেলার সাব জজ ও সহকারী জজ আদালত আছে। এগুলো জেলা জজ আদালতকে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করে। বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই গ্রবপের দুজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর দেশের রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় অনুষ্ঠিত হলো দীর্ঘ প্রতীবিত সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করল। সরকারের গুরবত্বপূর্ণ একটি বিভাগের দায়িত্ব পেলেন একজন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি আলঙ্কারিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়ে দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন। গুরবত্বপূর্ণ এ পদটিতে বসে তিনি দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কাজে নানা পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

ক. মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ৰমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকে? ১

খ. মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাজগুলো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তি কোন পদে নিয়োগ লাভ করেছেন? উক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা ও অপসারণ পদ্ধতি উলেৱখ কর। ৩

ঘ. উক্ত পদের অধিকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ড বিশেৱষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ৰমতা সচিবের হাতে ন্যস্ত থাকে।

খ মন্ত্রিপরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন এবং জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দেওয়া। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী আইনের খসড়া তৈরি করেন। জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের জন্য বিল আকারে উপস্থাপন করেন এবং সবশেষে তা পাস করানোর জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

গ উদ্দীপকে প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ লাভ করেছেন। উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারের গুরবত্বপূর্ণ একটি বিভাগের দায়িত্ব পেলেন একজন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি আলঙ্কারিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেলেও দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি গুরবত্বপূর্ণ এ পদটিতে বসে দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কাজে নানা পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। প্রবীণ এ ব্যক্তির গুরবত্বপূর্ণ পদ এবং কার্যকলাপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকেই নির্দেশ করে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি আসলে নামমাত্র প্রধান। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে তার বিরবদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরবতর কোনো অভিযোগে জাতীয় সংসদ অভিশংসনের (অপসারণ পদ্ধতি) মাধ্যমে তাকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারণ করতে পারে।

ঘ উক্ত পদের অধিকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি অনেক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ও তিন বাহিনীর (সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী) প্রধানদের তিনিই নিয়োগ দেন। তবে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করেন। রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কিছু কাজ করেন। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। তিনি সংসদে ভাষণ দিতে ও বাণী পাঠাতে পারেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিল তার সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থ বিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। কোনো কারণে সংসদ কোনো ৰেত্রে অর্থ মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি ৬০ দিনের জন্য সংশিৱষ্ট তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তার সাথে পরামর্শ করে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপৰ কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা হ্রাস বা মওকুফ করতে পারেন।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি

ক, খ ও গ তিনজনই রাষ্ট্রের গুরবত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। 'ক' শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হওয়ায় শাসনসংক্রান্ত সকল কাজ তার নামেই পরিচালিত হয়। তিনি 'খ' ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। 'খ' মন্ত্রিপরিষদের প্রধান এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। এছাড়া 'খ' এর নির্দেশে ও পরামর্শে 'গ' জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেন।

ক. কোনটিকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়? ১

খ. প্রধানমন্ত্রীর আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' ব্যক্তিকে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার মূল মধ্যমণি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গ' ব্যক্তিকে নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করাই 'খ' ব্যক্তির একমাত্র কাজ"–উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

খ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য এবং সংসদের নেতা। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশনের আহ্বান, স্থগিত কিংবা ভেঙে দিতে রাষ্টপতিকে পরামর্শ দেন। এভাবে তিনি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' ব্যক্তি হলেন– প্রধানমন্ত্রী এবং তিনিই বাংলাদেশের শানব্যবস্থার মূল মধ্যমণি। আমি এ বক্তব্যটি সমর্থন করি। উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি 'খ' ব্যক্তিকে যিনি প্রধানমন্ত্রী তাকে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান এবং রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। এছাড়া তার নির্দেশে ও পরামর্শে অর্থমন্ত্রী জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু ও সরকার প্রধান। তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য

পরিচালিত হয়। তিনি দেশের প্রকৃত শাসক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সরকারের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকার প্রধান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রধানমন্ত্রী দেশের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়ে কাজ করেন। মোটকথা, প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই দেশ, জাতি ও সরকার পরিচালিত হয়। মূলত এসব কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে শাসনব্যবস্থার মূল মধ্যমণি বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে 'গ' ব্যক্তি অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ করে। কারণ অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করেন। অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করাই প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র কাজ এ উক্তিটি যথার্থ নয়। কেননা– প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করেন। একথা সত্য হলেও তা যথেষ্ট নয়। কারণ তিনি দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মন্ত্রীদের কাজ তদারকি করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও অনুমোদন দিয়ে কাজ করেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত কিংবা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করেন। পররাষ্ট্র বিষয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং জাতীয় স্বার্থের রক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ জেলা প্রশাসক

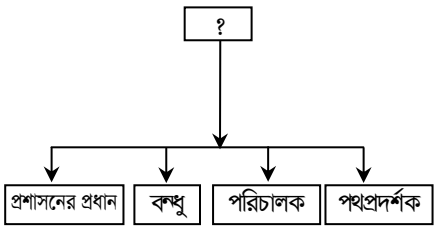

ক. স্থানীয় সরকারের নিচের স্তরের সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট কোনটি? ১

খ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের তথ্যাবলির পরিপ্রেক্ষিতে '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকের আলোকে উক্ত প্রশাসকের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় সরকারের নিচের স্তরের সবচেয়ে কার্যকরী ইউনিট হলো গ্রাম আদালত।

খ উপজেলার প্রধান প্রশাসক হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। উপজেলার প্রশাসনিক কাজ তদারকি করা তার অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া তিনি উপজেলার সকল উন্নয়নকাজ তদারক করেন ও সরকারি অর্থের ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উপজেলা উন্নয়ন কমিটির প্রধান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি উপজেলা এবং উপজেলা কোষাগারের রক্ষক। বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেন।

গ ছকের তথ্যাবলির প্রেক্ষিতে '?' চিহ্নিত স্থানটি জেলা প্রশাসককে নির্দেশ করছে। কারণ জেলা প্রশাসকই জেলা প্রশাসনের প্রধান। এছাড়া তিনি জেলার পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও পরিচালক। উল্লিখিত ছকে প্রশাসনের প্রধান বন্ধু, পরিচালক এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তিনি হলেন জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়। জেলা প্রশাসক উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়নের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন।

ঘ ছকের আলোকে প্রশাসকের অর্থাৎ জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো– ১. জেলা প্রশাসক কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ–নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন। ২. জেলা প্রশাসক জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলায় সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার, সে কারণে তিনি কালেক্টর নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন, রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করে থাকেন। ৩. জেলার মধ্যে শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ৪. জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্বও তার। তিনি জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ জেলা প্রশাসকের ব্যাপক কাজের জন্য তাকে জেলার মূল স্তম্ভ বলা হয়। তিনি শুধু জেলা প্রশাসক নন। তিনি জেলার সেবক, পরিচালক এবং বন্ধুও বটে।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ আইনসভা

২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সংসদ ভবন কক্ষে ৫৪টি আসনবিশিষ্ট একটি বিশেষ গ্যালারি উদ্বোধন করেন তৎকালীন স্পিকার আব্দুল হামিদ। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, সব বয়সের শিশুরা এ বিশেষ গ্যালারিতে বসে সংসদ কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারে। সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন দেখতে এসে মনির লক্ষ করল যে সভায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ উপস্থিত থাকলেও বিরোধীদল এতে যোগ দেয়নি। তাই বিরোধীদলের অভাবে মনিরের কাছে সংসদ অনেকটা নিষ্প্রাণ মনে হলো।

ক. অধিদপ্তরের প্রধান কে? ১

খ. গ্রাম আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোচনায় সরকারের কোন বিভাগের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উক্ত বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিদপ্তরের প্রধান হলেন মহাপরিচালক।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই গ্রুপের দুজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার এ আদালত করে থাকে।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় সরকারের যে বিভাগের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো আইন বিভাগ। উদ্দীপকে দেখা যায়, ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সংসদ সদস্য ভবন কৰে উদ্বোধন করা ৫৪টি আসনবিশিষ্ট বিশেষ গ্যালারিতে বসে মনির সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন সরাসরি প্রত্যৰ করেছিল। তবে মন্ত্রিপরিষদ উপস্থিত থাকলেও বিরোধীদল উপস্থিত না থাকায় মনিরের কাছে সংসদ অনেকটা নিষ্প্রাণ মনে হয়। উদ্দীপকে উলিৱখিত সংসদের এ কার্যক্রম বাংলাদেশের আইনসভাকেই নির্দেশ করে। কারণ বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এক কৰবিশিষ্ট। সদস্যসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যৰ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংৱৰিত। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ৰমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যাস্ত থাকে। পাশাপাশি জাতীয় সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনে পরিবর্তন বা সংশোধন ও করতে পারে। এছাড়াও শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রৰাকারী। জাতীয় সংসদের বিচারসংক্রান্ত ৰমতা রয়েছে এবং সংবিধানে উলিৱখিত নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনও করতে পারে।

ঘ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। কেননা আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। তাই বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার সদস্যগণ শাসন বিভাগ বা মন্ত্রিপরিষদেরও সদস্য। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য। আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন এবং পরিবর্তন করে আইনসভা শাসন বিভাগকে সাহায্য করে। এছাড়া আইনসভা রাষ্ট্রের তহবিল রৰাকারী। কেননা এর অনুমতি ছাড়া কর বা খাজনা আরোপ করা যায় না। আইনসভা জাতীয় বাজেট পেশ করে। এছাড়া আইনসভা একটি বিতর্ক সভা হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এর ব্যাপক আলোচনামূলক ৰমতা রয়েছে। সংসদ আইন বলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা চাকরিতে কর্মচারিদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সংবিধান অনুযায়ী আইনসভা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরবরি অবস্থা ঘোষণার নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় সংসদের অনুমোদন ছাড়া এ ধরনের ঘোষণা নির্দিষ্ট সময়ের পর অকার্যকর হয়ে যায়। গণতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ হচ্ছে প্রধান স্তম্ভ। সংসদ সদস্যরা এর প্রমাণ। তাছাড়া বিচার সংক্রান্ত কার্যক্রম আইনসভায় রয়েছে। মোটকথা আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ সচিবালয়

অংকন সাহেব একটি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি সচিবালয়ে কর্মরত আছেন। প্রতিদিন প্রশাসনিক নানা কাজের বিষয়ে তাকে দেখাশোনা করতে হয়। দেশের যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অংকন সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানেই গৃহীত হয়। এত বড় জায়গায় চাকরির জন্য অংকন সাহেবের এলাকার সবাই তাকে অনেক সম্মান করে।

ক. কার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. বাংলাদেশে বিচার বিভাগের গুরবত্ব কতটুকু? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে অংকন সাহেবের কর্মৰেত্রটির প্রশাসনিক কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "অংকন সাহেবের কর্মৰেত্রটি প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু"– উক্তিটির সত্যতা নিরূ পণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ বাংলাদেশের প্রেৰাপটে বিচার বিভাগের গুরবত্ব অনেক বেশি। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিমকোর্ট, অধস্তন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুন্যাল নিয়ে গঠিত। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রৰা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তি বিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রৰার জন্য বিচার বিভাগের গুরবত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে অংকন সাহেবের কর্মৰেত্রটি হলো সচিবালয়। আর এ কর্মৰেত্রটিতে মন্ত্রী থেকে কর্মচারী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক স্তরবিন্যাস লৰ করা যায়।

সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

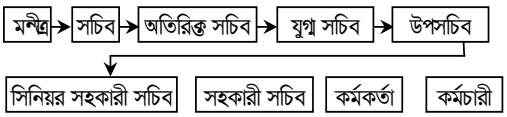

সচিবালয় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখানে গৃহীত হয়। সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত। এক একটি মন্ত্রণালয় এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব আছেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান এবং মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা। মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ৰমতা সচিবের হাতে। মন্ত্রীর প্রধান কাজ প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ। আর মন্ত্রীকে নীতি নির্ধারণে ও শাসনকার্যে সহায়তা করা এবং এসব নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সচিবের। সচিবকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহায়তাকারী অতিরিক্ত সচিব ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অণুবিভাগের জন্য একজন করে যুগ্ম সচিব ও উপসচিব থাকেন। এছাড়া প্রতি শাখায় একজন সিনিয়র সহকারী সচিব ও একজন সহকারী সচিব রয়েছেন। আবার মন্ত্রণালয়ে উদ্দীপকে অংকন সাহেবের অনুরূ প আরও বিভিন্ন ধরনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন যারা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্য পরিচালনায় গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঘ উদ্দীপকে অংকন সাহেবের কর্মৰেত্রটি অর্থাৎ সচিবালয় দেশের সকল প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু– উক্তিটিকে আমি যথার্থ ও সঠিক মনে করি। বাংলাদেশে চলমান দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম ধাপ হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত সচিবালয় হলো এর প্রাণকেন্দ্র। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এই সচিবালয়ে গৃহীত হয় বলে প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে এটি সর্বোচ্চ স্থান হিসেবে পরিগণিত। উদ্দীপকে অংকন সাহেব একটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হচ্ছেন সরকারের একেকজন মন্ত্রী। এরূ প কতগুলো মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় সচিবালয়। সরকারের কার্যক্রম এই সচিবালয়কে কেন্দ্র করে। তাই সচিবালয়ে সরকারি যাবতীয় নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয় এবং প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের যাবতীয় নির্দেশনা ক্রমান্বয়ে বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটসমূহে প্রেরণ করা হয়। সরকারি যেকোনো গুরবত্বপূর্ণ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন সচিবালয়ের মাধ্যমে করা হয় বলেই সচিবালয়কে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ দপ্তর হিসেবে অভিহিত করা হয়। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, দেশের সব ধরনের প্রশাসনিক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণসহ তা বাস্তবায়নের জন্য দরকারি পদৰেপ সচিবালয় থেকে গৃহীত হয় বলে প্রশ্নে উলিৱখিত এ উক্তিটি যথার্থ ও সত্য বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি

জনাব B বাংলাদেশের বিচারসংক্রান্ত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এ পদের অধিকারী ব্যক্তিকে ১০ বছর এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। সদস্যগণ একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এ বিভাগের অধীন একটা প্রতিষ্ঠান জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে কাজ করে এবং এর নিচের অনেক প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারকি করে।

ক. সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ কত বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন? ১

খ. সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকতে হবে? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বিভাগটি কী ধরনের কাজ পরিচালনা করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব B–এর প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন।

খ সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সুপ্রিমকোর্টে কমপৰে ১০ (দশ) বছর অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় পদে ১০ (দশ) বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত প্রতিষ্ঠান তথা সুপ্রিমকোর্টের অধীনস্থ যে বিভাগের কথা বলা হয়েছে তা হলো হাইকোর্ট বিভাগ। উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিচার সংক্রান্ত সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের অধীন একটি বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রৰার্থে কাজ করে এবং এর নিচের অনেক প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারকি করে যা সর্বোচ্চ আদালতের হাইকোর্ট বিভাগের কাজকে নির্দেশ করে। সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তার আদি ৰমতাবলে মৌলিক অধিকার রৰার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে অথবা কোনো কাজ করাকে বেআইনি ঘোষণা করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করে যে, অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে উক্ত মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে মীমাংসা করতে পারে। আদালতের রায়ের বিরবদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগ আপিল গ্রহণ করে। তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে। এভাবে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গুরবত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। আপিল বিভাগের কাজ ও হাইকোর্ট বিভাগের কাজগুলো মিলে সুপ্রিমকোর্ট সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধান রৰা, মৌলিক অধিকার রৰা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে থাকে।

ঘ জনাব 'B'–এর প্রতিষ্ঠানটি হলো সুপ্রিমকোর্ট, যেটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের পৃথক কার্যের এখতিয়ার আছে। এ দুটি কোর্টের ৰমতা ও কাজ নিয়েই সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্য বিচারকদের নিয়োগ করেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজন ততজন বিচারক নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত। সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর বয়সকাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারেন। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি আদেশ ও দণ্ডাদেশের বিরবদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করে। এছাড়া আইন সংক্রান্ত কোনো জটিল প্রশ্নে আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। আপিল বিভাগ ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হতে আদেশ জারি করতে পারে। আর সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ তার আদি ৰমতা বলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার রৰার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে অথবা কোনো কাজ করাকে বেআইনি ঘোষণা করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগ যদি মনে করে যে, অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত জটিল প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে উক্ত মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে মীমাংসা করতে পারে। তাছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে। মোটকথা, আপিল বিভাগের কাজ ও হাইকোর্ট বিভাগের কাজগুলো মিলে সুপ্রিমকোর্ট সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধান রৰা, মৌলিক অধিকার রৰা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে থাকে।

প্রশ্ন– ১৩ বিচার বিভাগ

১৬ জুলাই ২০১১ সংবিধানের সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রল হকের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের মাধ্যমে সংবিধানের এই সংশোধনী বাতিল ও বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

ক. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন? ১

খ. শাসন বিভাগের ওপর কীভাবে জাতীয় সংসদ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে? ২

গ. উদ্দীপকের উলিরখিত আলোচনায় সরকারের যে বিভাগের কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ ও যোগ্যতার মানদণ্ড বিশেরষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

খ শাসন বিভাগ পরিচালনার বিধিনিষেধ তৈরি করার মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর জাতীয় সংসদ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। কোনো কারণে সংসদ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা আনলে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এৰেত্রে বিরোধীদলের সদস্যগণ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত আলোচনায় সরকারের যে বিভাগের কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে তা হলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগ। কারণ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে দেখা যায়, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের মাধ্যমে সংবিধানের এই সংশোধনী বাতিল ও বিলুপ্ত ঘোষণা করে যা বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ৰমতা ও কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। সরকারের এ বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য

আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। আইনের আলোকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই বিচার বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার রৰা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তি বিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রৰা করার জন্য বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিমকোর্ট, আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত।

ঘ উক্ত বিভাগ অর্থাৎ বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত হলো সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি রয়েছেন, যাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বলা হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগদান করেন। এছাড়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য যতজন বিচারক প্রয়োজন ততজন বিচারককে নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের দুইটি বিভাগ যথা : আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগ দেন। বিচার পরিচালনার ৰেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারক হতে হলে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তাকে সুপ্রিমকোর্টে কমপৰে ১০ বছর অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা বাংলাদেশে বিচার বিভাগীয় পদে ১০ বছর বিচারক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৪ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

আসাদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের নামমাত্র প্রধান হলেও তিনি তার পদাধিকার বলে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হয়।

ক. বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১
খ. জেলা প্রশাসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত আসাদ চৌধুরী কোন পদমর্যাদার অধিকারী? উক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ব্যক্তির কার্যক্রম বিশেৱষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিমকোর্ট।

খ জেলা প্রশাসনব্যবস্থা মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরবত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত আসাদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার অধিকারী একজন ব্যক্তি। উদ্দীপকে দেখা যায়, আসাদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের নামমাত্র প্রধান হলেও তিনি তার পদাধিকার বলে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। উক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকেই নির্দেশ করে। রাষ্ট্রপতি হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও কমপৰে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। এছাড়া তার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। যদি কেউ রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হন তাহলে তিনি আর রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। তার কার্যকাল পাঁচ বছর। রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদে অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনকালে তার বিরবদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরবতর কোনো অভিযোগে জাতীয় সংসদ অভিশংসনের মাধ্যমে তাকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারণ করতে পারে।

ঘ বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি আসলে নামমাত্র প্রধান। দু–একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। সরকারের সকল শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের তিনিই নিয়োগ করেন। তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান। রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করেন। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। তিনি সংসদে ভাষণ দিতে ও বাণী পাঠাতে পারেন। কোনো বিল তার সম্মতি ছাড়া আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। কোনো কারণে সংসদ কোনো ৰেত্রে অর্থ মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি ৬০ দিনের জন্য সংশিৱষ্ট তহবিল হতে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তার সাথে পরামর্শ করে আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাজা হ্রাস বা মওকুফ করতে পারেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে যেকোনো নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতে রাষ্ট্রপতি জরবরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

প্রশ্ন– ১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি

১৬তম লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদের সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের সাথে ট্রানজিট চুক্তির ব্যাপারে তিনি সম্মতি দিয়ে ভারতের পৰে চুক্তি সম্পাদন করেন।

ক. গ্রাম আদালত কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১
খ. মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নরেন্দ্র মোদির কার্যাবলির সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলির সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. নরেন্দ্র মোদিকে মন্ত্রিপরিষদের নেতা ও সরকারপ্রধান বলা যায় কি? উত্তরের পৰে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাম আদালত ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়–বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের। জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদাকে গুরবত্ব দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈদেশিক নীতি–নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

গ মন্ত্রিপরিষদের প্রধান ও পররাষ্ট্র বিষয়ে দায়িত্ব পালন করার দিক থেকে নরেন্দ্র মোদির কার্যাবলির সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলির সাদৃশ্য পরিলৰিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত

শাসনৰমতার অধিকারী। তিনি মন্ত্রিপরিষদের নেতা। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তার সম্মতি ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। উদ্দীপকে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলি সম্পাদনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মন্ত্রীদের কাজ তদারক করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে সমন্বয় করেন। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে শাসনসংক্রান্ত সকল কাজ পরিচালনা করেন। তার সম্মতি বলেই বাংলাদেশের সাথে ভারতের ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এখানেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দিকটি উপস্থিত রয়েছে। তাই বলা যায় যে, ভারতের ১৬তম লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক কাজ এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হওয়ার মাধ্যমে শাসন কাজ পরিচালনার দিকটি যেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মন্ত্রিপরিষদের নেতা ও সরকারপ্রধান বলা যায়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। মন্ত্রিপরিষদের নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীদের কাজ তদারকি করেন। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় শাসনসংক্রান্ত সকল কাজ তদারক করেন। এৰেত্রে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন বিধায় তাকে সরকারপ্রধানও বলা হয়। উদ্দীপকের নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয় যেমন: আইনশৃঙ্খলা রৰা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন। আর বাংলাদেশের প্রেৰাপটে প্রধানমন্ত্রী এসব কাজ সম্পাদন করেন বিধায় তিনি সংসদের নেতা, কেন্দ্রবিন্দু ও সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে স্বীয় মর্যাদায় আসীন থাকেন। এদিক থেকে নরেন্দ্র মোদিকে মন্ত্রিপরিষদের নেতা বলা যুক্তিযুক্ত। আবার একটি দেশের সরকার প্রধানই কেবল পররাষ্ট্রবিষয়ক গুরবত্বপূর্ণ দিকগুলোর সমস্যা সমাধানে সম্মতি ও তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। এৰেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ট্রানজিট চুক্তি সম্পাদনে সম্মতিদানপূর্বক ভারতের পৰে বাংলাদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের পৰে এসব কার্য সম্পাদন করলে তাকে সরকারপ্রধান হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদিক থেকে নরেন্দ্র মোদিও একজন সরকারপ্রধান। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আবার দেশের পৰে পররাষ্ট্রবিষয়ক সমস্যার সমাধান করেন। এসব কারণে তাকে মন্ত্রিপরিষদের নেতা ও সরকারপ্রধান বলা যুক্তিযুক্ত হবে।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ জাতীয় সংসদের কার্যাবলি

সম্প্রতি দেশের সব জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়ক–মহাসড়ক ও উড়াল সড়কে গাড়ি চালানোর ওপর নির্ধারিত হারে টোল প্রদানের নীতিমালা গৃহীত হয়। যানবাহনভেদে সর্বনিম্ন পাঁচ টাকা থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা টোল ধরার কথা উলেরখ করা হয়। অবশেষে এসব বিধান রেখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে টোল নীতিমালা ২০১৪ আইন পাস করা হয়।

ক. মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু কে? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ২

গ. উদ্দীপকের নীতিমালাটি আইনে রূপান্তরকরণে জাতীয় সংসদ যেভাবে ভূমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নীতিমালা রূপান্তরকরণের মধ্যেই কি জাতীয় সংসদের কার্যাবলি সীমাবদ্ধ? উক্তিটির পৰে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু হলেন প্রধানমন্ত্রী।

খ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। তার কার্যকাল পাঁচ বছর। রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। তবে কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালাটি আইনে পরিণত করতে সংসদে খসড়া বিল উত্থাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের ভোটে পাস করার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের সকল ৰমতা জাতীয় সংসদের। দেশে যেকোনো প্রকার আইন প্রণয়নের জন্য প্রথমে জাতীয় সংসদে খসড়া আকারে বিল উত্থাপিত হয় এবং নির্বাচিত সংসদের দুই– তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত হলে তা আইনে রূপান্তরিত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদানুযায়ী আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করা হয় বলে আইনসভার গুরবত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি বিল উত্থাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটে গৃহীত মতামতের ভিত্তিতে আইনে পরিণত হতে পারে। আইন প্রণয়ন করা আইনসভার প্রধানতম কাজ। সমাজের সদ্য পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের ইচ্ছা ও জাতির আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আইনসভা নতুন আইন তৈরি করে। আইনসভা সরকারের অর্থ তহবিলের নিয়ন্ত্রক হিসেবেও কাজ করে। যেমন : উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, যানবাহনের ওপর টোল আদায়ের নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিল উত্থাপনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে তা আইনে পরিণত হয়। আইনসভা অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামতের প্রতিফলন ঘটায় এবং তা আইনের রূপান্তর করতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালা রূপান্তরকরণের মধ্যেই জাতীয় সংসদের কার্যাবলি সীমাবদ্ধ নয় বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। সকল ধরনের আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ৰমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের হাতে। জাতীয় সংসদ ইচ্ছা করলে নতুন আইন যেমন পাস করতে পারে তেমনি প্রচলিত আইনেরও পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। তবে নতুন কোনো আইন সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে গৃহীত হলেই কেবল তা আইনে পরিণত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালাটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হয়েছে। তবে জাতীয় সংসদ কেবল কর বা খাজনা আদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করে না। জাতীয় সংসদ হলো দেশের সকল ৰমতা বা আইনের কেন্দ্রবিন্দু। এ প্রতিষ্ঠানটি আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রীয় তহবিল বা অর্থ রৰা করে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করে। বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে। সংসদের সদস্যদের অসংসদীয় কার্যকলাপের জন্য বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংসদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করে এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে। অতএব উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি জাতীয় সংসদের মূল কার্যক্রম নয়। এটা তার বৃহৎ কার্যক্রমের মধ্যে খণ্ড বা একক কোনো কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতীয় সংসদ হলো একটি আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে বান্ধবমূলক আইন প্রণয়ন করাই তার কাজ। যদিও আইন প্রণয়নের পাশাপাশি নানারকম আলোচনা, বাজেট পাস ইত্যাদি করা হয় তবুও তার আইন প্রণয়নের গুরবত্ব কম নয়।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো

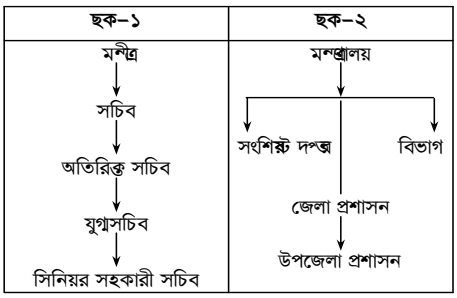

ক. প্রধানমন্ত্রী কীসের প্রধান? ১

খ. সংসদে কীভাবে বাজেট পাস হয়? ২

গ. ছক–১ এ কোন দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো উপস্থাপিত হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক–২ অনুযায়ী সরেজমিনে কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব– উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার প্রধান।

খ প্রতি বছর সরকার দেশ পরিচালনার জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে। অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খসড়া বাজেট প্রণীত হয়। মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন। খসড়া বাজেট অর্থমন্ত্রী সংসদে উপস্থাপন করেন। সংসদ সদস্যগণ দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ তা পাস করেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ বাংলাদেশের আইনসভা

জনাব 'ক' জাতীয় সংসদের একজন সম্মানিত সদস্য। সৎ, নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি শুধু নিজ এলাকায় নয়, সারাদেশেই সুপরিচিত। সম্প্রতি সংসদে মহিলা আসন বৃদ্ধিকল্পে তিনি প্রস্তাব রাখেন এবং এ বিষয়ে জোরালো যুক্তি দেন।

ক. মন্ত্রিসভার নেতা কে? ১

খ. মন্ত্রিপরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. জনাব 'ক' দেশের উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সংসদে জনাব 'ক' এর প্রস্তাব নারীদের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে– তুমি কি এই বিষয়ের সঙ্গে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্ত্রিসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী।

খ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতা। তিনি যেরূপ সংখ্যক প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। তবে তার সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক–দশমাংশের বেশি হবে না।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের আইনসভার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

রফিক সাহেব ছাত্রছাত্রীদের বলেন, 'ক' দেশের আইন পরিষদের আসন সংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এ পরিষদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এজন্য প্রয়োজন প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্য নির্বাচন করা। দেশের নাগরিকদের এ বিষয়ে আরও সচেতন থাকতে হবে এবং দেশের জন্য উপযুক্ত সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

ক. রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস কে? ১

খ. জাতীয় সংসদের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার প্রয়োগ আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দেশের জন্য উপযুক্ত পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন করা উচিত।"– কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস রাষ্ট্রপতি।

খ জাতীয় সংসদের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে। কোনো সংসদ সদস্য অসংসদীয় আচরণ করলে স্পিকার তাকে বহিষ্কার করতে পারেন। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন করলে সংসদ স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা ও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে এবং তাদের অপসারণও করতে পারে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ বিভাগীয় প্রশাসন

সেলিম রেজা ও জাহিদ হাসান দুজনই সরকারি কর্মকর্তা। সেলিম রেজা একজন বিভাগীয় কমিশনার, আর জাহিদ হাসান একজন জেলা প্রশাসক। দুজন সরকারি কর্মকর্তা হলেও তাদের কাজের ধরন ও দায়িত্ববোধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

ক. প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান কে? ১

খ. গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সেলিম রেজা বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে কী কী কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারে? ৩

ঘ. জেলা প্রশাসক হিসেবে জাহিদ হাসানের কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় কমিশনার।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই গ্রবপের দুজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

ঘ জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২১ প্রধানমন্ত্রীর ৰমতা ও কাজ

জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য শাসক ও সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা আবর্তিত হয়। তিনি একাধারে দলের প্রধান, সংসদের প্রধান, মন্ত্রিপরিষদের প্রধান এবং সরকার প্রধান, দেশের ভেতরে ও বাইরে তার মর্যাদা অতুলনীয়। তিনি বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

ক. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি বর্তমান? ১
খ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন? ২
গ. অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর শাসন ও আইনসংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে তোমার মতামত কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ৩
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তিটির সম্পর্কে যুক্তি দেখাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বর্তমান।

খ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে একজন প্রধানমন্ত্রী অবস্থান করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদের প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থায় এ পদটি আরও গুরবত্ব বহন করছে। সংসদ নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, রাষ্ট্রপতি সেই দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। তারপর তিনিই হন বাংলাদেশের মুখ্য শাসক ও সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদিত হয়।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ প্রধানমন্ত্রীর ৰমতা ও কার্যাবলি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২২ রাষ্ট্রপতির ৰমতা ও কাজ

মি. মালেক চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তিনি তার পদাধিকার বলে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত হয়।

ক. বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১
খ. জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত মি. মালেক চৌধুরী কোন পদমর্যাদার অধিকারী? উক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত মি. মালেক চৌধুরীর কার্যক্রম আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট।

খ দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছেন। জেলা প্রশাসক কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ–নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজের তদারক ও সমন্বয় করেন। জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে তিনি লোক নিয়োগ করেন। এই প্রশাসনিক কাজগুলো জেলা প্রশাসক সম্পাদন করে থাকেন।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা ও নিয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ৰমতা ও কার্যাবলি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২৩ জাতীয় সংসদের ৰমতা ও কাজ

বাংলাদেশের টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের অধিবেশন সম্প্রচার হচ্ছে দেখে আবীর বসে দেখতে লাগল। অধিবেশনে শিৰা উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। আলোচনা শেষে সংসদ সদস্যদের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ থেকে আবীর বুঝল যে সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু।

ক. জাতীয় সংসদে কত দিনের মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হয়? ১
খ. প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয় কেন? ২
গ. জাতীয় সংসদের অধিবেশনে শিৰা উন্নয়ন বাজেটটি উপস্থাপন ও গৃহীত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আবীরের বুঝতে পারা বিষয়টির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদে ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হয়।

খ প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান, সংসদ নেতা ও মন্ত্রিসভার নেতা। তবে কোনো কারণে সংসদ তার বিরবদ্ধে অনাস্থা আনলে এবং তা সংসদে গৃহীত হলে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায়ও পদত্যাগ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তার মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রৰাকারী হিসেবে জাতীয় সংসদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ জাতীয় সংসদের ৰমতা ও কার্যাবলি বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২৪ কেন্দ্রীয় প্রশাসন

জনাব কামাল এবং জনাব সসীর রঞ্জন দুজনেই শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। তাদের দায়িত্ব আলাদা আলাদা। মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক ৰমতা জনাব কামালের হাতে। তিনি মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতাও। অন্যদিকে জনাব সসীর রঞ্জনকে দ্বিতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলা হয়। দুজনই নিজ নিজ পদ থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ক. বিভাগের প্রশাসনিক প্রধানকে কী বলা হয়? ১
খ. বাংলাদেশের আইনসভার গঠন ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের জনাব সসীর রঞ্জনের ৰমতা ও কাজ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'জনাব কামাল মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা'– উত্তরের পৰে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় কমিশনার।

খ বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এক কৰবিশিষ্ট। এই সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যৰ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংৰিত থাকে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের ৰমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেৰষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৫ সংবিধান সংশোধনী

নবম শ্রেণির ছাত্র ইমন বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। সে সংশোধনীর তালিকাটি ভালোভাবে পর্যবেৰণ করে এবং সময়ের ঘনঘটায় এর পরিবর্তনশীলতা লৰ করে। সে দেখতে পায় একটি সংশোধনীতে শাসক দল সংসদীয় সরকারব্যবস্থা রহিত করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে। আবার কালের পরিক্রমায় তা রহিত করে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটায়। [৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়]

ক. জাতীয় সংসদে বর্তমানে মহিলাদের সংৰিত আসন কয়টি? ১

খ. অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোচনায় বাংলাদেশ সংবিধানের যে সংশোধনীগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলিৱখিত শেষোক্ত সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ৰমতা ও কার্যাবলি বিশেৰষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদে বর্তমানে মহিলাদের সংৰিত আসন ৫০টি।

খ অলিখিত সংবিধান বলতে বোঝায় যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার–অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন : ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ও দ্বাদশ সংশোধনীর প্রতিফলন ঘটেছে। চতুর্থ সংশোধনী আনা হয় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে। এ সংশোধনীর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল– সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন। উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে একটি মাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি করা হয়। আর দ্বাদশ সংশোধনী পাস হয় ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এছাড়া উপরাষ্ট্রপতির পদও বিলুপ্ত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত সংশোধনী হলো দ্বাদশ সংশোধনী। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ৰমতা ও কার্যাবলি হলো :

১. সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসনৰমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসন সংক্রান্ত সব দায়িত্ব পালন করেন।

২. প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় ও এর কাজ পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়।

৩. প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের বার্ষিক আয়–ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে তা উপস্থাপন করেন।

৪. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদের নেতা। তিনি আইন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন।

৫. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের সংৰক।

৬. দেশের জরুরি অবস্থায় প্রধনমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়া যে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন।

মোটকথা, দ্বাদশ সংশোধনীর পর প্রণীত বাংলাদেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশ কোন ধরনের রাষ্ট্র?
উত্তর : বাংলাদেশ গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাংলাদেশে কোন পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে?
উত্তর : বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল কত বছর?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পাঁচ বছর।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কাকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?
উত্তর : কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কোথায় গৃহীত হয়?
উত্তর : দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়ে গৃহীত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ জেলা কোষাগারের রৰক ও পরিচালক কে?
উত্তর : জেলা কোষাগারের রৰক ও পরিচালক জেলা প্রশাসক।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাংলাদেশে মোট কতটি উপজেলা আছে?
উত্তর : বাংলাদেশে মোট ৪৮৭টি উপজেলা আছে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি কে?
উত্তর : জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি জেলা প্রশাসক।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সংসদের নেতা কে?
উত্তর : সংসদের নেতা প্রধানমন্ত্রী।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ সংসদে কোরাম হয় কতজন সংসদ সদস্যে?
উত্তর : সংসদে কোরাম হয় ৬০ জন সংসদ সদস্যে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কোন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে?
উত্তর : শাসন বিভাগকে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত গ্রাম আদালত।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ কত বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন?
উত্তর : সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বাংলাদেশের আইনসভা কয় কৰবিশিষ্ট?
উত্তর : বাংলাদেশের আইনসভা এক কৰবিশিষ্ট।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা কত?
উত্তর : বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ বাংলাদেশের সংসদে কয়জন স্পিকার থাকেন?
উত্তর : বাংলাদেশের সংসদে একজন স্পিকার থাকেন।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পাঁচ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি কে?
উত্তর : রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি প্রধানমন্ত্রী।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ কে রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস?
উত্তর : রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ রাষ্ট্রের প্রধান কে?
উত্তর : রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ সামরিক বাহিনীর প্রধান কে?
উত্তর : সামরিক বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতি।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ মন্ত্রিসভার নেতা কে?
উত্তর : মন্ত্রিসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ কার তত্ত্বাবধানে খসড়া বাজেট প্রণীত হয়?
উত্তর : অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খসড়া বাজেট প্রণীত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ কার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ সরকারের নির্বাহী বিভাগ কোনটি?
উত্তর : সরকারের নির্বাহী বিভাগ শাসন বিভাগ।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?
উত্তর : জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ কার সম্মতি ছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় না?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি ছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় না।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তর কয়টি?
উত্তর : বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তর দুইটি।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?
উত্তর : প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে?
উত্তর : জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে কে?
উত্তর : শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় সংসদ।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ সুপ্রিমকোর্ট কয়টি বিভাগ নিয়ে গঠিত?
উত্তর : সুপ্রিমকোর্ট ২টি বিভাগ নিয়ে গঠিত।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগপদ্ধতির পার্থক্য লিখ।
উত্তর : নিচে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগপদ্ধতির পার্থক্য তুলে ধরা হলো :
বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে তিনি নামমাত্র প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন। তিনি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। তার মেয়াদ পাঁচ বছর। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারের প্রধান। তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসক। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। তার কার্যকাল পাঁচ বছর।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মন্ত্রিপরিষদের গঠন আলোচনা কর।
উত্তর : সরকার পরিচালনার জন্য দেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। প্রধানমন্ত্রী এর নেতা। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। তবে তার সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক–দশমাংশের বেশি হবে না। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায়। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভার যেকোনো মন্ত্রীকে পরিবর্তন করতে পারেন। আবার যেকোনো মন্ত্রী ইচ্ছে করলে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছর।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয় কেন?
উত্তর : প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকার প্রধান। তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসক। তার নেতৃত্বে দেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকে। তিনি মন্ত্রিসভার মূল স্তম্ভ এবং সংসদের নেতা। তাকে কেন্দ্র করে সরকার গঠিত, পরিবর্তিত ও পরিচালিত হয়। তিনিই দেশের প্রকৃত নির্বাহী ৰমতার অধিকারী। তাই প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সংসদে কীভাবে বাজেট পাস হয়?
উত্তর : জাতীয় সংসদে প্রতিবছর বাজেট পাস হয়। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো বিল পাস হয় না। সংসদে বাজেট পাসের জন্য অর্থমন্ত্রী প্রথমে বাজেটের খসড়া সংসদে উপস্থাপন করেন। এরপর সংসদ সদস্যগণ দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে সংশোধনীসহ তা পাস করেন। এভাবে সংসদে বাজেট পাস হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশ সরকারের স্বরূ প বর্ণনা কর।
উত্তর : স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশ একটি গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে সকল ৰমতার মালিক জনগণ। এছাড়াও বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এর কোনো প্রদেশ নেই এবং আমাদের দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেও দেশের প্রকৃত শাসন ৰমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ জেলা জজ কী কী মামলা পরিচালনা করেন?
উত্তর : জেলা আদালতের প্রধান জেলা জজ। তার কাজে সহায়তার জন্য আছেন অতিরিক্ত জেলা জজ ও সাব জজ। এই আদালত জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি (জমিজমা সংক্রান্ত, ঋণচুক্তি ইত্যাদি) ও ফৌজদারি (সংঘাত, সংঘর্ষ সংক্রান্ত) মামলা পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মন্ত্রিপরিষদের গঠন ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : সরকার পরিচালনার জন্য দেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। প্রধানমন্ত্রী এর নেতা। তিনি যেরূ প সংখ্যক প্রয়োজন মনে করেন, সেরূ প সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন।

মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। তবে তার সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক–দশমাংশের বেশি হবে না।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বিভাগীয় প্রশাসন সম্পর্কে কী জান?

উত্তর : বাংলাদেশে আটটি বিভাগ আছে। প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন একজন বিভাগীয় কমিশনার। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিভাগের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার কাজের জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী থাকেন। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কাজ তদারকি করেন। বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করেন।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ আপিল বিভাগের ৰমতা ও কাজ বর্ণনা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের একটি বিভাগ হলো আপিল বিভাগ। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরবদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো ব্যাখ্যা চাইলে আপিল বিভাগ এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সামনে হাজির হতে ও দলিলপত্র পেশ করার আদেশ জারি করতে পারে। আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্যই পালনীয়। এভাবে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, ন্যায়বিচার সংরৰণ ও পরামর্শ দান করার ৰেত্রে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ হাইকোর্ট বিভাগের ৰমতা ও কাজের ব্যাখ্যা দাও।

উত্তর : বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্টের একটি বিভাগ হলো হাইকোর্ট বিভাগ। হাইকোর্ট বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রৰার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা দেখা দিলে উক্ত মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তর করে মীমাংসা করতে পারে। অধস্তন আদালতের রায়ের বিরবদ্ধে আপিল গ্রহণ করে। সকল অধস্তন আদালতের কার্যবিধি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলে সুপ্রিমকোর্ট সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে দেশের সংবিধান ও মৌলিক অধিকার রৰা করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবদমান দুই গ্রবপের দুজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার এ আদালতে করা হয়ে থাকে।